কমদ্‌ কামিনী।

আদিরস ঘটিত নূতন কাব্য।

শ্রীযুত রাজকৃষ্ণ ঘোষ কর্ত্তৃক

প্রণীত।

শ্রীযুত গৌরীচরণ পালের

আদেশানুসারে।

কলিকাতা।

[illegible] স্ট্রীটে [illegible] নং ভবনে এংলো ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ান

যন্ত্রে মুদ্রিত

সন ১২৬৮ সাল।

শ্রীসিদ্ধেশ্বর ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত ও মুদ্রিত

সূচীপত্র

সদা হর্ষ সর্ব্বজন, লয়ে তাঁর গুণগণ,
সদানন্দে দেয় রাজ কর ॥
বামে রাজ রাজেশ্বরী, বিরাজে কেশরী পরি,
দশভুজা দনুজ নাশিনী ;
নৃপের যুগল রাণী, গুণে সম বীণাপাণি,
রূপে রম্ভা তিলোত্তমা জিনি ॥
নাহি নৃপতির সুত, সুত বিনে দুঃখযুত,
সদা করে দৈব আরাধনা।
নানা ব্রত নানা মতে, করে নৃপ শাস্ত্র মতে,
সুত লাগি সদত ভাবনা ॥
ভূধরের সহোদরী, সাধ্যা সতী সুসুন্দরী,
ধন্য ধন্য নারী বলি কারে।
যাঁরি সহ ভগ্নিপতি, জানি তাপের বসতি,
ভাসিলেন সুখের পাথারে ॥
কিছু দিন পরে সতী, হইলেন গর্ব্ভবতী,
পরে প্রসবিলেন কুমার।
মহানন্দে মহীপাল, রাখি নাম রামলাল,
সদা কাছে রাখে আপনার ॥
নলী সমো মুখশশী, হেরে হরে মন মসী,
অপরূপ সরোজ লোচন।
করি শুণ্ড সম কর, বিম্ব জিনি ওষ্ঠাধর,
বর্ণ সম তরুণ অরুণ ॥
কিছু দিন পরে পুনঃ, প্রকাশিয়া কহি শুন,
পুনঃ প্রসবিলেন নন্দন।
বনয়ারিলাল নাম, নানা গুণে গুণধাম,
নাম তার রাখিল রাজন ॥

রাজ্য ভার ভাগিনায়, সমর্পণ করে রায়,
তীর্থ পর্য্যটনে অভিলাসী।
লয়ে পাত্র মিত্রগণ, ত্যজে নিজ নিকেতন,
গমন করেন সুখে ভাসি॥
সৈন্য সামন্ত সহিত, আদি গুরু পুরোহিত,
জনবর হলো দেশে দেশে।
সদা কামানের ধ্বনি, কম্পিত হলো ধরণী,
চলে সবে নৃপের আদেশে॥
করি অশ্ব অগণন, সংখ্যা করে কোন জন,
ছাড়ি জান দেশ কত শত।
দিবা অস্ত হলো পরে, সকলে বিশ্রাম করে,
বিভাবরি হইল আগত॥
পাত্র মিত্র রত্নগণ, আসি নৃপের সদন,
শাস্ত্রালাপ করেন সকলে।
করিকুল চূড়ামণি, তারাচাঁদ শিরোমণি,
কহিছেন পরিহাস ছলে॥
অবনীতে দারা সার, মনোনীত আছে যার,
অধিকের সুখী সেই জন।
হলে সাধ্যা প্রিয়া সতী, ভাগ্যবতী গুণবতী,
হিত চিন্তা করে সর্ব্বক্ষণ॥
হরদাস ন্যায়রত্ন, নৃপের প্রধান রত্ন,
সমাদরে কন নৃপবরে।
কামিনী নামেতে পতি, রূপবতী ছিল অতি,
ধন্যা ধন্যা মান্যা ক্ষিতিপরে॥
চন্দ্রচূড় নৃপবর, বাস কাত্তিক নগর,
তাঁর সুতা ছিলেন কামিনী।

কুমুদমোহন নাম, সুরাট নগরে ধাম,
সুরেশ নৃপের সুত জিনি ॥
মনো দুঃখে আপনার, তেজে নিজ অধিকার,
মহারণ্যে করেন ভ্রমণ।
কিছু দিন পরে রায়, একাকী ভ্রমি তথায়,
দেখিলেন যোগী এক জন ॥
দুজনার গেল দুঃখ, হেরে দুজনার মুখ,
ধ্যানে হতে উঠি যোগীবর।
জিজ্ঞাসিলেন রাজনে, কি কারণে এ কাননে,
ভ্রমিতেছ হেরি একেশ্বর।
কোথা বাস কিবা নাম, কহ মোরে গুণধাম,
কেন হেরি বিরস বদন।
রাজ দুঃখে পেয়ে দুঃখ, সুধায়েছে [illegible],
কহ মোরে করি নিবেদন ॥
যোগীবরে প্রণমিয়ে, কহিলেন বিশেষিয়ে,
নৃপসুত দুঃখ আপনার।
শুনে যোগী বিবরণ, শান্ত করি তার মন,
রাখিলেন কাছে আপনার ॥
কামিনীর বিবরণ, নৃপ সুতে যোগী কন,
তার রূপ করিয়ে বর্ণন।
কুমুদমোহন তার, শুনি রূপ চমৎকার,
কান্তিকেতে করেন গমন ॥
বিরহে হয়ে কাতর, সদা বিষাদ অন্তর,
নাহি নিদ্রা ক্ষুধা তৃষ্টা তার।
বিমলা নামে তাঁতিনী, মিলায়ে দিল কামিনী,
বাসা দিল বাসে আপনার ॥

সাজায়ে কুমদে নারী, সে শোভা বর্ণিতে নারি,
লয়ে যত নিত্য বিভাবরী।
নৃপবাসে সংগোপনে, নৃপ সুতার সদনে,
লুকাইয়া যতেক প্রহরি॥
এক নিশী দৈবাধীন, সর্ব্বাধিক হয় হীন,
রঙ্গবসে মাতয়ে দুজনে।
অস্ত হইল রজনী, সু উদিত দিনমনি,
মহানন্দে জানে নাহি মনে॥
পরে আসি দাসীগণ, হেরে কুমদ বদন,
নিবেদিল নৃপের সদনে।
শুনিয়ে ক্রোধে রাজন, কুমদে করে বন্ধন,
কারাগারে রাখে দূতগণে॥
নৃপসুত মৃত্যুভাসে, আসি যোগী নৃপবাসে,
যোগী দুঃখ করিল মোচন।
যোগীবর নৃপবরে, বিনয়ে সান্ত্বনা করে,
কুমদের কন বিবরণ॥
শুনিয়ে ধরিণীপতি, হইয়ে আনন্দ মতি,
কামিনীর দিলেন বিবাহ।
কুমদমোহন লয়ে, আনন্দে নিমগ্ন হয়ে,
কুল কার্য্য করেন নির্ব্বাহ॥
কুমদমোহন রায়, থাকিয়ে সুখে তথায়,
নিজ বাসে করেন গমন।
চন্দ্রচূড় নৃপবর, হয়ে হরিষ অন্তর,
জামতারে দিল বহুধন॥
কামিনী আনন্দে ভাসী, সঙ্গে লয়ে দুই দাসী,
চলিলেন নাথের ভবনে।

কুমদ কামিনী।

করে তরি আরোহণ, কুমদমোহন কন,
খুলিবারে নৌকা বাহিগণে॥
পবন সম গমনে, বাহিছে নাবিকগণে,
কাশীধামে হল উপস্থিত।
নাবীক সকলে রায়, করিল তথা বিদায়,
রঙ্গে সুখে কামিনী সহিত॥
কহি শুন ভাগাদের, ইন্দ্রকান্ত সদাগর,
নামেতে আছিল ধনবান।
কৌশোরি নামেতে কন্যা, রূপেতে ধরণীধন্যা,
ভুরু তার কামের কামান॥
নয়ন কটাক্ষ বাণ, হেরিলে সে হরে প্রাণ,
বেণী চূড়া সম কুচ তার।
তিল ফুল জিনি নাশা, পিকবর জিনি ভাষ,
তার তুল্য নারি নাহি আর॥
পাটে হেরে তার রূপ, ভাবে হত নরভূপ,
সদা দুঃখে আকুল অন্তর।
সঙ্গোপনে দুই জনে, মিলন হলো যতনে,
সদা সুখে ভুঞ্জে নিরন্তর॥
কামিনী বুঝিয়ে মর্ম্ম, সাধিতে আপন কর্ম্ম,
কৌশোরিরে বিবাহ করিল।
লুকায়ে আপন সাথে, দুই দাসী লয়ে সাথে,
নারী হয়ে পুরুষে ছলিল॥
লয়ে কামিনী কৌশোরি, কাশীধাম ত্যজ্য করি,
চলিলেন আপন ভবন।
কুমদমোহন রায়, করিল সবে বিদায়,
উপনিত জনক সদন॥

হেরে সুত নৃপবর, হয়ে হরিষ অন্তর,
দীন হীনে অর্থ বিতরণ।
হলো সুখি পুরবাসী, আনন্দ সাগরে ভাসি,
জয়ধ্বনি করে সর্ব্বজন॥
জয়দ্রা নগরেশ্বর, করিয়ে যুগল কর,
প্রণতি করেন কবিবরে।
কামিনী কুমারি ধন্যা, সাধ্যা সতী মহামান্যা,
তুল্য নাহি জননী ভিতরে॥
কবিবর কন রায়, ইতিহাস হল সায়,
অস্তমিত হেরি দিবাকর।
নৃপের কিঙ্করগণ, করিল সভে গমন,
নৃপের আদেশে স্থানান্তর॥
শ্যামবাজারে নিবাস, রাজকৃষ্ণ সুপ্রকাশ,
বিরচিল ভাবিয়ে ভবানী।
এই মম নিবেদন, সমীপে সুজনগণ,
দীন হীন বলিতে কি জানি॥

কুমুদ কামিনী নামক গ্রন্থারম্ভ।

রাজপুত্র ও যোগীর বিবরণ।

নিবিড় কাননে যোগ করে যোগীবর।
জন শূন্য সেই স্থান থাকে একেশ্বর॥
এড়াইয়ে নানা দেশ পর্ব্বত কানন।
তুরঙ্গে সওয়ার হয়ে ভ্রমেণ রাজন॥
উপনীত সেই স্থানে বারি অন্বেষণে।
দেখেন সেখানে যোগী বসে যোগাসনে।
প্রণমিয়া নৃপসুত ভাবেন অন্তরে।
আজি মম সুপ্রভাত এতদিন পরে॥
বহু দিন ভ্রমি আমি কাননে কাননে।
হেনরূপ কভু আমি না দেখি নয়নে॥
রবির সমান জ্যোতি কানন ভিতরে।
মণিময় দীপ্তময় ললাট উপরে॥
লুণ্ঠিত হইয়ে জটা পড়েছে ভূমেতে।
সাপিনী নাগিনী জিনি শোভিছে শিরেতে॥
কটাক্ষ করিয়া রায় কন যোগীবর।
কে তুমি একাকি এলে কানন ভিতর॥
কিবা নাম হয় তব কাহার তনয়।
কি আশে এসেছ হেথা কোথায় আলয়॥
কহ মোরে সত্য বাণী সাধুর নন্দন।
মন দুঃখী দেখি কেন বিরসবদন॥

রায় বলে কহি শুন মম বিবরণ।
সুরাট নামেতে রাজ্য সুরেশ রাজন॥
তাঁহার তনয় আমি শুন মহাশয়।
কুমুদমোহন নাম সুরটে আলয়॥
বন্ধুর বিচ্ছেদে আমি ভ্রমি নিরন্তর।
তেজে বাস করে বাস কানন ভিতর॥
অনেক সুজনগণ ছিল মম দেশে।
অর্থ হীন হেরী মোরে তুচ্ছ করে শেষে॥
স্বীয় মনে এবে লাজ তাহার কারণে।
দিবা বিভাবরী থাকি সজল নয়নে॥
কোথাও না পাই যাঁর জুড়াতে জীবন।
বন্ধুর বিচ্ছেদানলে পোড়ে সদা মন॥
কি করি কিসে নিবারি মনেরি অনল।
অহর্নিশে মম হৃদে দহে সে অনল॥
অনর্থ করেছি নাশ ধন আদি যত।
কুসঙ্গে কুপথে মম চিত্ত হয়ে রত॥
এখন ভাবিতে গেলে পাষাণ বিদরে।
ধরণী দুফাঁক হলে প্রবেশি ভিতরে॥
মানেতে জেনেছি সার সেই পরাৎপর।
অসার সংসার মাত্র সত্য যোগেশ্বর॥
ধিক্ রে প্রেমীকগণ বদ্ধ মায়া জালে।
বারেক না কর চিন্তা সেই নন্দলালে॥
যার নামে ভবে নর সুখে হয় পার।
তারে ভাবি রামকৃষ্ণ রচিল পয়ার॥

রাজপুত্রের সহিত যোগীর কথোপকথন।

পয়ার।

শুনিয়ে কহেন যোগী শুন হে রাজন।
তাহার কারন কেন এত উচাটন॥
ধৈর্য্যধর ধৈর্য্যধর ভাব জগদীশে।
সদা জপ সেই নাম পরম হরিষে॥
সুখের সময় হইলে মিলে বন্ধুগণ।
দুখের সময়ে বন্ধু মেলা দুর্ঘটন॥
অতএব কহি শুন ওহে নরেশ্বর।
[illegible] হওনা কাতর॥
এইখানে থাকিলে তুমি হারাবে জীবন।
[illegible] শান্ত কর মন॥
এখন অধিক দিবা আছে নৃপমণি।
নগরে করহে যাত্রা হইবে রজনী॥
নিশীথে আসিবে হেথা বনজন্তু কত।
দেখিলে তোমারে তব প্রাণ হবে হত॥
বহুকালাবধি আমি থাকি এ কাননে।
নিত্য নিত্য যোগে দেখি নিশাচরীগণে॥
ছদ্মবেশে মায়ারূপ ধরে ছল করে।
নারীরূপে ভ্রমে তারা কানন ভিতরে॥
প্রহাহ বাক্যের ছলে পোহায় জামিনী।
হরিবে তোমার মন দেখায়ে মোহিনী॥
এখন মিনতি রাখ তুমি ধৈর্য্যধর।
থেকোনা থেকোনা হেথা যাও স্থানান্তর॥
শুনিয়া যোগীরে কন নৃপের নন্দন।
ললাটে যা আছে মম হইবে ঘটন॥

দেখিব বনের শোভা কেমন নিশীতে।
যায় যাবে মম প্রাণ ভয় নাই চিতে॥
ইহার নিকটে স্থান আছে নৃপবর।
কান্তিক নামেতে অতি বিখ্যাত নগর॥
চন্দ্রকেতু নামে তথা আছেন নৃপতি।
কামিনী নামেতে সুতা অতি রূপবতী॥
পরম রূপসী সেই রূপে ধরা ধন্যা।
নানা গুণে গুণবতী নৃপতির কন্যা॥
প্রতিজ্ঞা করিয়াছে সেই পিতার সদনে।
পণ্ডিত কিশোরে মন সঁপিবে যতনে॥
এ কারণ অদ্যাবধি বিভা নাহি হয়।
চিন্তা অহর্নিশি করে সেই নৃপের হৃদয়॥
অতএব যদি মন দুঃখে কিছু দেখো আর।
কন্যার বিবাহ লাগি ভাবে মহারায়॥
হইবে এখান হতে দ্বিতীয় যোজন।
দ্বিতীয় দিবসে তথা করিবে গমন॥
পথমধ্যে পাবে কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম।
বারেক পারিবে তথা করিতে বিশ্রাম॥
নগরে পৌঁছিলে পাবে যেবা ইচ্ছা তব।
অতুলনা সেই স্থান অধিক কি কব॥
অতএব কহি শুন ওহে নরবর।
যেওনাক থেকোনা যেন কানন ভিতর॥
জুড়াবে তাপিত প্রাণ যাবে মন দুঃখ।
রাজকৃষ্ণ ভাবি কৃষ্ণ রচিল কৌতুক॥

যোগী কর্ত্তৃক কামিনী রূপ বর্ণন ।

দীর্ঘ-ত্রিপদী ।

শুনিয়া যোগীর বাণী, প্রবোধ মনেতে মানি,
কহিছেন যোগীরে রাজন ।
কামিনী সে রসবতী, সে কি রূপবতী অতি,
কহ শুনি তার বিবরণ ॥
যোগী কন নৃপসুত, শুন হয়ে হর্ষযুত,
সেইরূপ বর্ণিবারে নারি ।
প্রফুল্ল কুমদ হাসি, হেরে জায় দুঃখ রাশি,
তার তুল্য নাহি হেরি নারী ॥
সেরূপ মাধুরী তার, যে হেরেছে এক বার,
নিরবধি ভাবে সে অন্তরে ।
জিনিয়ে মেদিনী তারে, হারি মানিয়াছে তারে,
থেকে থেকে মন দুঃখ করে ॥
হেরিয়ে সে রূপ শশী, মুয়মানে মানে বসি,
স্বীয় মনে বাসে সদা লাজ ।
শুনিলে তাহার ধনী, তুচ্ছ হবে পিক ধনী,
পিক রব শুনিয়া কি কায ॥
জিনিয়া মরাল গতি, চলে যায় রসবতী,
অতুলনা ওষ্ঠের তুলনা ।
প্রভাতের দিনমণি, জিনি তাহার বরণী,
হেরে ভুলে কুলের অঙ্গনা ॥
নিন্দিত মাজা কেশরী, কিবা বেণী আহা মরি,
ধনু সম ভুরু দুই তার ।
হেরিয়া দশন তার, মুক্তা লাজে আপনার,
শলিলে ডুবিল মানিহার ॥

কি ছার কুরঙ্গ আঁখি, যে হেরেছে তার আঁখি,
হরিয়াছে তারে কটাক্ষেতে।
কুচ কিবা বক্ষপরে, গিরি সম শোভা করে,
অঙ্গে অঙ্গ ব্যাঙ্গে সচক্ষেতে॥
নবিনে রসিকা ধনী, পাইবে সে গুণমনি,
কত সুখী অন্তরে হইবে।
কহি শুন অতপর, ভেবনা হে ভাবান্তর,
পুর্ণ শশী ষোড়শী পাইবে॥
অপার সুখেতে তরি, সুধামুখী সে সুন্দরী,
হইবে হে তোমার কাণ্ডারী।
রাজকৃষ্ণ ঘোষ ভনে, রেখ হরি শ্রীচরণে,
দীননাথ গোলক বিহারি॥

যোগীর নিকট হইতে কুমদের বিদায়।

কামিনীর রূপ শুনি কুমদমোহন।
মৃন্ময় কলেবর বিসাদিত মন॥
সেই রূপ রসকূপ ভাবে নিরন্তর।
মিলন বিহনে সদা বিরস অন্তর॥
হায় বিধি কেমনেতে হেরিব নয়নে।
তারে না পাইলে প্রাণ ত্যজিব জীবনে॥
সে আমার আমি তার হইব এসাদ।
ইহাতে যদ্যপি বিধি ঘটান প্রমাদ॥
সেই রূপ দিবা নিশি হেরি যে অন্তরে।
ধ্যানে জ্ঞানে মম প্রাণ ধৈরজ না ধরে॥
কি হল শুনিয়া তার রূপের কাহিনী।
আছি বেঁধা মৃগ সম দিবস যামিনী।

গেল প্রাণ নাহি ত্রাণ করি কি উপায়।
তাহার বিরহে বুঝি ভেবে প্রাণ যায়॥
চন্দ্রাননী চন্দ্রামুখী দেহ দরশন।
এখন তোমার লাগি যায় যে জীবন॥
প্রণমিয়া যোগীবরে নত করে শির।
দুর্গা বলে শুভ যাত্রা করিলেন ধীর॥
এড়াইয়া বনপথ সুখেতে রাজন।
বসিয়া তরুর মূলে ভাবিছে তখন॥
সম্মুখেতে সরোবর অতি মনোহর।
চারি পাশ্বে পুষ্পবৃক্ষ শোভিছে বিস্তর॥
হেনকালে চারি কন্যা আসি উপনীত।
কুমদে হেরিয়া সবে ভাবে চমকিত॥
এক ধনি বলে একি হেরি বৃক্ষতলে।
গগণের শশি কেন রয়েছে ভূতলে॥
অতুলনা এইরূপ রূপের সাগর।
ইহার রমণী ধন্য অবনি ভিতর॥
আর এক ধনী বলে সখী মরি মরি।
বাসে মম মন সদা বাস ত্যজ্য করি॥
উহারে লইয়া সুখে ভবে করি খেলা।
মনের সাধে ঐ চান্দে হেরিব দুবেলা॥
জায় যাবে কুল মান তাহে ক্ষতি নাই।
হৃদয়ে রাখিয়া সদা জীবন জুড়াই॥
আর ধনী বলে সই কবকি অধিক।
আমার মতন নারীর কপালেতে ধিক॥
জন্ম অন্ধ পতি মম দুই পদে গোদ।
রূপেতে কন্দর্প যিনি নাহি বোধা বোধ॥

এমন সুন্দরী আমি থাকি ম্রিয়মান।
পতির পড়িতে কাম গেল অভিমান॥
হোঝালে না বুঝে সেটা সদা কুচ্ছ করে।
বিফলে জনম গেল তার হাতে পড়ে॥
এখন ভেবেছি মনে হব বনচারি।
উঁহারে লইয়া যাব গৃহ বাস ছাড়ি॥
বারেক হেরিয়া এ যে হরিলেক প্রাণ।
কুটিল বিরহ স্থল নাহি দেখি ত্রাণ॥
আর এক সখী বলে কি কহিব হায়।
অবিরত উঁহারে হেরিতে মন চায়॥
কি করি বাসেতে গুরুজনেরে ডরাই।
না হলে উঁহারে লয়ে হৃদয়ে বসাই॥
পুরুষ কঠিন বড় নাহি দয়া ধর্ম্ম।
অবলা মজায়ে ফেরে এই তার কর্ম্ম॥
কহ দেখি রসরাজ তব বিবরণ।
কি লাগিয়ে বসে হেথা কোথায় ভবন॥
হরে লয়ে মন প্রাণ বসে তরু তলে।
অবশ হয়েছে অঙ্গ নারি যেতে চলে॥
দেবতা গন্ধর্ব্ব কিবা হও নিশাচর।
প্রকাশ করিয়া কহ রসের সাগর॥
নাহি যদি পরিচয় দেহ গুণমণি।
ত্যজিব সকলে প্রাণ আমরা এখনি॥
নাহি বাস ধর্ম্ম ভয় ওহে রসরাজ।
অবলা বধিতে চিত্তে নাহি বাস লাজ॥
আমরা কুলের নারি নাহি জানি আলা।
কাননে বসিয়া তুমি বধো কুলবালা॥

অতএব কহি শুন ওহে মনচোর।
তস্কর হইয়া তুমি কর এত জোর॥
সাধের উদ্যান এই পিরীতি রাজার।
আনন্দ নামেতে কন্যা আছয়ে তাহার॥
রায় বলে বাস মম লম্পট নগরে।
বেল্লিক আমার নাম ব্যক্ত ধরাপরে॥
রাঙ্গকুণ্ড কয় রায় তুমি হে সুজন।
বাক্যেতে ভুলাতে পারো পুরুষের মন॥

কুমদের কাম্পিল্য নগরে উপনিত ও সহচীরগণ কর্ত্তৃক
বারো মাস বর্ণন।

ত্রিপদী।

কি দেখিনু আজি চক্ষে, কলসি করিয়ে কক্ষে,
গিয়াছিনু আনিবারে নীর।
মিলে সব সহচরী, তার রূপ হেরে মরি,
এবে মন হয় নাহি স্থির॥
কি করি কুলের বালা, নাথ দিলে ভাল জ্বালা,
নিবারিব জীবন পতনে।
অতুলনা সেই রূপ, ত্রিভুবনে সে অনুপ,
তারে বিধি গড়েছে নির্জ্জনে॥
আহা মরি কিবা মুখ, হেরে যায় মন দুঃখ,
সুবর্ণ জীবন তার কাছে।
হায় হায় প্রাণ যায়, সে জন পড়ে ধুলায়,
স্বীয় মনে মনো দুঃখে আছে॥
তাহারো সে রূপ কাঁদে, হেরিলে যে প্রাণ কাঁদে,
বাসে মন বাসে লয়ে যাই।

কি কব কুলের নারী, লোক লাজে নাহি পারি,
গুরুজনে সদত ভড়াই ॥
কহি শুন নৃপবালা, সে দিল বিষম জ্বালা,
সে জ্বালা নিভায় না সলিলে।
সে মোরে কটাক্ষ্য বাণ, হেনেছে করে সন্ধান,
কামানলে দাহিলে দহিলে ॥
আমরা জনম দুঃখি, কোন কালে নাহি সুখি,
কালে কাল সদা জ্ঞান করি।
বৈশাখে যে করে প্রাণ, সে বিনে কে করে ত্রাণ,
মদানলে পুড়ে প্রাণে মরি ॥
বিষম বিরহানল, ইচ্ছা খেতে হলাহল,
যৌবন জ্বালায় প্রাণ হত।
জৈষ্ঠে তপন কিরণে, বারি এসে দুনয়নে,
ঘর্ম্মময় তনু ওষ্টাগত ॥
আষাড়ে নিরদ ডাকে, সদা প্রাণ চায় তাকে,
ধৈর্য্য তরু হইল তপন।
শ্রাবণেতে বর্ষে ধারা, মম নেত্রে শত ধারা,
গেলো নাথ জীবন যৌবন ॥
অনাথ করিয়ে নাথ, গেছে হানি বজ্রাঘাত,
ভাদ্রেতে আকুল মম প্রাণ।
পলকে না পাই সুখ, ক্রমে বাড়ে মম দুঃখ,
সদা ডাকি রাখ ভগবান ॥
আশ্বিনে পূজার ধুম, আমার না হয় ঘুম,
সকলের পতি বাসে এসে।
কার দেখি পড়ে মনে, ইচ্ছা হয় যাই বনে,
মন দুঃখে কাহার উদ্দেশে ॥

কার্ত্তিকে ভ্রাতৃ দ্বিতিয়া, দিব ফোটা সুখে গিয়া,
সহোদরে মহা সমাদরে।
তাহে বাদি ননদিনী, সদা কহে কলঙ্কিনী,
পুর্ণনাশী কুচ্ছ করে মরে॥
অগ্রাণ মাসের কথা, থাকি সই যথা তথা,
কব কির; আমার দুর্গতি।
নিশিতে যে করে অঙ্গ, সদত পাই আতঙ্ক,
যন্ত্রণা দিওনা ঋতুপতি।
পৌষে শীতের প্রভাবে, মন সদা তারে ভাবে,
কান্ত বিনে হতেছে প্রাণান্ত।
মাঘেতে বসন্ত কাল, কোকিলের স্বরোজাল,
কুহুরবে বাঁচিনে নিতান্ত॥
সে কাল সুখের কাল, কিন্তু মম পক্ষে কাল,
কালকোকিলে কুল মজালে।
মলয়ার সমীরণে, জীবন ত্যজি জীবনে,
সুখি আমি নাহি কোন কালে॥
ফাল্‌গুনে মনাগুণে, অলি প্রাণে মনাগুণে,
দোলযাত্রা হয় মাধবের।
তাহে হর্ষ সর্ব্ব জন, হর্ষ ভঙ্গ মম মন,
বাড়ে শোক কুরিতে নাথের॥
চৈত্রেতে মধুর মাস, সুখময় সুপ্রকাশ,
কিন্তু দুঃখ আমার অপার।
রাজকৃষ্ণ কয় নাথ, দিনবন্ধু দিননাথ,
কর দিনে ভবে হরি পার॥

কুমদমোহনের বিমলা তাঁতিনীর সহিত সাক্ষাৎ।

পয়ার।

সহচরীগণে কন নৃপের কুমার।
কিবা নাম এস্থানের এ রাজ্য কাহার॥
কিবা নাম নৃপতির কহ বিবরণ।
পরম ধার্ম্মিক নৃপ কয়বা নন্দন॥
সহচরীগণে কয় শুন মহাশয়।
কাম্পিলনগর নাম সর্ব্ব লোকে কয়॥
চন্দ্রচূড় নামে নৃপ জাতিতে কায়স্থ।
জ্ঞাতি বন্ধু আদি কত তাহার দারস্থ॥
সন্তান নাহিক তার একতো নন্দিনী।
কি কহিব তার রূপ নামেতে কামিনী॥
বসিয়ে তরুর তলে কুমদমোহন।
বাসার কারন অতি বিরস বদন॥
অস্ত হলো দিবাকর এমন সময়ে।
বিমলা তাঁতিনী এলো অতি দ্রুত হয়ে॥
মনে মনে ভাবে ধনী কি করি উপায়।
এ দেশী না হবে দেখি বিদেশীর প্রায়॥
না হবার তাই হবে কথা কই ছলে।
বাসা করিয়াছে কোথা যাবে কোন স্থলে॥
সুধালে পাইব টের বলে যেবা আশে।
ধীরে ধীরে কাছে গিয়ে বিমলা জিজ্ঞাসে॥
কহ শুনি ভাগ্যধর বসে কি কারণ।
কিবা নাম কার সুত কোথায় ভবন॥
শুনিয়ে কহেন রায় শুন পরিচয়।
কুমদমোহন নাম গুরাটে আলয়॥

কুমদ কামিনী।

ছি তীয় দিবস হলো এসেছি এখানে।
বাসার কারন ভ্রমিলাম কত স্থানে॥
কোথাও না পাই বাসা কি করি উপায়।
তারিণী যদি কৃপা করে রাখেন পায়॥
তবেত পাইব বাসা পুর্ণ হবে আশা।
নতুবা স্বদেশে যাব হইয়া নৈরাশা॥
বিমলা কহিছে শুন নৃপের কুমার।
কৃপা করে যাও যদি আলয়ে আমার॥
পাইবে উত্তম স্থান যেবা ইচ্ছা কর।
এ অধিনী তব দাসী যেন গুণাকর॥
নাহি মম পুত্র কন্যা থাকি একাকিনী।
অতি ভাগ্যহীন আমি কি কব কাহিনী॥
বাটী মোর ভালো বটে অতি পরিপাটি।
লক্ষ্মীক্ষেতে সরোবর পার্শ্বে কালী বাটী॥
শম্ভু সহিত যথা শিবে বিরাজিত।
নৃপতির পুর্ব্ব কীর্ত্তি আছে প্রকাশিত॥
কহ বিমলার রূপ না দেখি স্বরূপ।
বিদেশী ভুলায়ে যায় ত্রৈলোক্যে অনুপ॥
জানে কত তন্ত্র মন্ত্র ছিটে ফোটা আদি।
মুখেতে সুধার ধার কুন্দলের ফাঁদি॥
কথায় কে পারে তারে যদি ধরে ছল।
পড়শী পলায়ে যায় ভয়ে অন্য স্থল॥
দাঁতে মিশি মুখে হাসি পাকি মালা গলে।
পরনে রঙ্গের সাড়ি কথা কয় ছলে॥
বুঝিয়ে চতুর রায় ভাবে মনে মনে।
কি বাক্য বলিয়ে আমি ডাকি সম্বোধনে॥

তুমি আয়ি আগি নাতি জেনো গো তোমার।
এখানে আমার দেখ কেহ নাহি আর॥
বিপদে পড়িলে তুমি করিবে উদ্ধার।
অন্ত হতে তুমি আয়ি হইলে আমার॥
বিমলা বলিছে নাতি চলহে আলয়ে।
দিবা অবশান হলো সন্ধ্যা যায় বয়ে॥
রায় বলে শুন আয়ি জিজ্ঞাসি তোমারে।
দাস দাসী সঙ্গে নাহি কে জাবে বাজারে॥
শুন মোর গুণমণি গুণের সাগর।
তাহার কারণে তুমি হওনা কাতর॥
আমি তব দাসী ওহে কি লাজ কিঙ্করে।
যখন যে আজ্ঞা তুমি করো কৃপা করে॥
সেই দণ্ডে সেইক্ত কর্ম্ম করিব যনে।
বহু ভাগ্যে পাইয়াছি অমূল্য রতনে॥
তুমি ওহে নৃপসুত আমি অনাথিনী।
ঘৃণা না করিও মোরে ভাবিয়ে দুঃখিনী॥
রন্ধন করিয়া পরে করেন ভোজন।
ভোজনান্তে তাম্বুল যোগায় ততক্ষণ॥
পরেতে কহেন রায় আয়িগো আমার।
তুমি কি জান কিছু রাজার সমাচার॥
রাজার বাটীতে নিত্য যাই বৈকালেতে।
অন্দরেতে যাই ভাল বাসে সকলেতে॥
সবিশেষ কহ শুনি নৃপের কাহিনী।
নৃপের সন্তান কয় কয়বা নন্দিনী॥
রাজার বয়ক্রম কত কয়বা রাণী।
প্রকাশিয়া কহ আয়ি সবিশেষ বাণী॥

বিমলা কহিছে শুন কহি বিবরণ।
এক মাত্র পাটরাণী নাহিক নন্দন॥
কামিনী নামেতে আছে নৃপের কুমারী।
কি কহিব তার রূপ বর্ণিতে না পারি॥
কন্যা যোগ্য পাত্র নাহি পান নৃপবর।
কন্যার বিবাহ লাগি ভাবে নিরন্তর॥
নৃপের কুমারী মোরে বলে মাসী মাসী।
নানা দ্রব্য দেয় মোরে ভাবিয়া হিতাশী॥
রায় বলে বিধি মোরে ভাল মিলাইল।
এত দিনে তারা বুঝি দুঃখ ঘুচাইল॥
এ নারী হইতে পাব সকল সন্ধান।
কেমনে কহিব ওরে করি অনুমান॥
কহিলে প্রকাশ পাছে করে এই ভয়।
গুপ্ত কথা ব্যক্ত করা উপযুক্ত নয়॥
ছল করে মন বুঝি যা হবে পশ্চাতে।
হায় বিধি তুমি বাদি হওনা ইহাতে॥
তুমি যদি হও বাদি কে করিবে ত্রাণ।
ভারতে কলঙ্ক হবে যাবে মম প্রাণ॥

বিমলার নিকটে কুমদের কামিনীর পরিচয় জিজ্ঞাসা।

ভাবিয়ে চিন্তিয়ে রায় কহেন তখন।
সুধাইয়ে দেখি দেখি কহিয়ে বচন॥
ভাবেতে বুঝিব পরে যেবা যুক্তি হয়।
তখন করিব রাজ্য মাফিক সময়॥
ছলনা করিয়া যদি মজাইতে চায়।
চলিয়া যাইব আমি মজায়ে উহায়॥

আচ্ছা আমি বল তুমি জিজ্ঞাসি তোমারে
নৃপের কুমারী নাকি পণ্ডিত বিচারে॥
তারি লাগি তারো নাকি বিবা নাহি হয়।
শুনেছি লোকের মুখে সামান্য তো নয়॥
শুনে বনী কয় নাতি বলিহে তোমারে।
চার ফেলি চারে যদি পার আনিবারে॥
নতুবা গোপনে ইহা নারিব করিতে।
ভেক হয়ে বাদ করা ভুজঙ্গ সহিতে॥
রাজকুমার কয় রায় কি ভয় তোমার।
তাঁতিনী হইতে হবে কার্য্যের উদ্ধার॥

কুমদের বিমলার সহিত কথোপ কথন
ও আক্ষেপ।

লঘু-ত্রিপদী।

কুমদমোহন, ভাবেন তখন,
তারে হেরিব কেমনে।
প্রাণ তার তরে, ধৈরজ না ধরে,
হেরি সয়নে সপনে॥
দিবা নিশি মন, হয় উচাটন,
ভেবে ভেবে প্রাণ যায়।
কি করি বলনা, সহেনা যাতনা,
কেমনে পাইব তায়॥
মণি হারা ফণী, না হেরে সে ধনী,
আমি আছি সেই মত।
কোথায় কামিনী, নৃপের নন্দিনী,
মন চাহে অবিরত॥

শুনে নাম তার, বাঁচিনে এবার,
কেঁদে অঙ্গ জর জর।
এপ্রাণ বিদরে, কাঁদে তার তরে,
প্রাণ হলো দেহান্তর॥
এই রূপ কত, ভেবে অবিরত,
পরে করে সম্বরণ।
ভাবিলে কি হবে, সদুরেতে হবে,
রাখ শ্রীমধুসূদন॥
তারে যদি পাই, জীবন জুড়াই,
হরি কর না নৈরাশা।
ভেবে দিন দিন, তনু হল ক্ষীণ,
ক্রমে বাড়িছে পিপাসা॥
বিমলারে কন, তখন রাজন,
দেহ করিয়ে বন্ধন।
আজ্ঞা পেয়ে রামা, কক্ষ্যে করি-ধামা,
জায় বাজারে তখন॥
মুদ্রা দিল রায়, তাই লয়ে রায়,
পথে কয়ে মনে মনে।
আনি এক গুণ, কব চারি গুণ,
টের পাইবে কেমনে॥
যদি টের পায়, ভুলায়ে কথায়,
দিব আমি ছলে কলে।
হাত নাড়া দিয়ে, এল দ্রব্য লয়ে,
ডাকে নাতি নাতি বলে॥
নৃপের নন্দন, করগো রন্ধন,
আনিয়াছি আজ্ঞামত।

যেবা ইচ্ছা কর, তাই আজ্ঞা কর,
যোগাইব সেইমত ॥
রাজকুমার কয়, নৃপের তনয়,
মন স্থির কর ধীর।
পাইবে কামিনী, নৃপো নন্দিনী,
থাকি নামে তাঁতিনীর ॥

কামিনীর নিকটে বিমলার গমন ও কুমদের পরিচয়

স্নান পূজা করি সাঙ্গ কুমদমোহন।
পথশ্রান্তে নিদ্রা জান হয়ে অচেতন ॥
বিমলা ভোজন করে ভাবে মনে মনে।
ইহারে ঘটাতে পারি কামিনীর সনে ॥
তা হলে অধিক ধন পাব গোপনেতে।
গোপনে করিব কাম সজিবে দুয়েতে ॥
আমার কি ক্ষতি বল আগে পাব সুখ।
পশ্চাতে যাহবে তার দেখিব কৌতুক ॥
জন্মিলে তো মৃত্যু আছে জানি পরাৎপর।
এখন তো করি কর্ম্ম যাহবে তাপর ॥
যাই দেখি রাজ বাটী কামিনীর কাছে।
যখন বাহবে তাতো ললাটে যা আছে ॥
ভাবিয়ে চিন্তিয়ে ধনী যায় ধীরে ধীরে।
বলে কি ছলে এ কথা কব কামিনীরে ॥
একেতো নৃপের সুতা তাহে বলে দাসী।
কহিতে উচিত কিন্তু মনে লাজ বাসি ॥
প্রবেশিল নৃপ পুরি কত কথা বলে।
উপনীত হল রামা অন্দর মহলে ॥

বনঝি বনঝি বলে ডাকে বারে বারে।
অনাথিনী বলে কি মা ভুলেছ আমারে॥
কামিনী কহিছে মাসী এস এস বস।
ভাল বাসা কিন্তু মাত্র বচনেতে তোষ॥
এতদিন কোথা মাসী ছিলে কুতুহলে।
পথ ভুলে আজি বুঝি এসেছ গো চলে॥
শুনে রামা বলে বাছা কৈতে বাসি লাজ।
তোমারে হরিতে গো এসেছে যুবরাজ॥
বাসা করিয়াছে সেই আলয়ে আমার।
সুরাট নগরে বাস রাজার কুমার॥
পরম পণ্ডিত রূপে ভুবনমোহন।
আমি আমি বলে নাম কুমদমোহন॥
নিত্য নিত্য বলে মোরে দেখাতে তোমায়।
প্রবঞ্চনা করে রাখি কথায় কথায়॥
আমার কি সাধ্য বল করিতে একায।
আমি ভাবি প্রমাদ শুনিলে মহারাজ॥
গোপনেতে নাহি রবে এসব ঘটনা।
পরেতে প্রকাশ হবে হইবে ঘোষণা॥
তুমি যদি বল বাছা পারিবে রাখিতে।
তবে আমি পারি কিন্তু এ কর্ম্ম করিতে॥
নতুবা একাযে আমি কিছুই না জানি।
তব বাক্য কিন্তু আমি বেদ তুল্য মানি॥
কামিনী কহিছে মাসী নাহি কর ভয়।
করিবে গোপনে যাহে চিরদিন রয়॥
তুমি আমি তিনি ভিন্ন অন্যে না জানিবে।
যতনে নিশিতে তারে গোপনে আনিবে॥

তোমার বাটীর কাছে আছে কালী বাড়ি।
তথায় আনিবে তাঁরে সাজাইয়ে নারী ॥
পিতার আদেশে লয়ে যাবে সেই স্থানে।
তাহারে হেরিব আমি তারা সন্নিধানে ॥
শুনিয়ে তাহার রূপ দহিছে অন্তর।
হেরিয়ে জুড়াব প্রাণ সেই গুণাকর ॥
ধর্ম্ম জানে তুমি আন চন্দ্র দিনমণি।
এই ধর্ম্ম রেখো তুমি ওলো যাদুমণি ॥
বিমলা বিদায় হয়ে চলিল আলয়।
তুজনে ভাবে কখন হবে চন্দ্রোদয় ॥
রাজকৃষ্ণ ভাবি কৃষ্ণ পদে করি আশ।
রচিল পয়ার ছন্দে শুললিত ভাষা ॥

কামিনীর কোটালগণের প্রতি আদেশ।

বিমলার প্রতি তবে কহিছে সুন্দরী।
আমার মঙ্গলে আছে যতেক প্রহরি ॥
ডাকিয়ে আনগো সবে আমার সদলে।
তাঁহারে নারীর বেশে আনিবে গোপনে ॥
তুমি আমি ভিন্ন ইহা অন্য নাহি জানে।
আজ্ঞামাত্র দ্বারিগণ এল সন্নিধানে ॥
ভূমিষ্ঠ হইয়া সবে নত করে শীর।
অবধান ঠাকুরাণী হজুরে হাজির ॥
বিমলা কহিছে সবে কোটাল এসেছে।
কিবা আজ্ঞা কর বাছা বাহিরে রয়েছে ॥
কহিবে কোটালগণে আমার বচন।
করেছি সূর্য্যের ব্রত হবে উজ্জাপন ॥

প্রত্যহ যামিনীযোগে যাব কাননেতে।
কভু না করিবে ব্যক্ত পিতার স্থানেতে॥
আর এক আছে মনে করিব সাধনা।
নাথ লাগি পূজিব গো করালবদনা॥
দেখিব আমার ভাগ্যে করে কি না দয়া।
ত্রিলোক তারিণী তারা শৈলেন্দ্র তনয়া॥
যতেক কোটালগণ রক্ষা করে পুরী।
বিপদে ফেলনা মোরে করিয়া চাতুরী॥
প্রমাদ ঘটিবে জেন শুনিলে রাজন।
অতএব কহি সাবধান সর্ব্বজন॥
পিতার কোপেতে দেখো জায় না জীবন।
শুনিয়া প্রহরী গণ কহিছে তখন॥
কহি আপনার কার্য্যে প্রাণ যদি যায়।
তথাপি নারিব ব্যক্ত করিতে রাজায়॥
আমরা যতেক আছি তব খানেজাদ।
কি সুখ সবার হবে ঘটিলে প্রমাদ॥
রাজকৃষ্ণ ঘোষে হরি করুণা সাগর।
দীন হীনে কৃপা কর ওহে গুণাকর॥

কুমদের রমনীর রূপ ধারণ ও কামিনীর সহিত মিলন।

তোটক ছন্দ।

কুমদমোহনে সাজায়ে যতনে।
রমণীর বেশ দিল তৎক্ষণে॥
বক্ষেতে কাচলী আঁটিয়ে তখনি।
দিল সাজায়ে রমণী তারে ধনী॥

যুবরাজ চলে রাজহংস জিনি।
রস সাগর নাগর রূপ জিনি॥
বসন পিতাম্বরী শোভিছে অঙ্গে।
আসিছে মাতিয়ে মানস তরঙ্গে॥
চলে ধির ধিরে ভাবিয়ে কামিনী।
সাজিয়ে কামিনী হেরিতে যামিনী॥
ত্রিনয়ণী ত্রিদেব বন্দিনী তারা।
যথা বিরাজিত দীনে দুঃখ হরা॥
সেই স্থানে উপনীত ধৈর্য্য ধর।
অন্তরে মানসে ভাবে নিরন্তর॥
তুমি যদি দয়া কর মা অভয়া।
পূর্ণ কর আশা পাষাণ তনয়া॥
ওখানে কামিনী ধনী ভাবে মনে।
কেমনে হেরির কুমদমোহনে॥
হেনকালে তথা চলিল বিমলা।
কুমদে রাখিয়া করে নানা ছলা॥
উপনীত নৃপ বাসে গিয়ে ধনী।
বলে চল হেরিবে সে গুণমণি॥
তোমার আসয়ে আছে পথ চেয়ে।
তাই আইলাম আমি পথ ধেয়ে॥
যদি কর সাধ হেরিতে সে চাঁদ।
চল চল পূর্ণ হবে মন সাধ॥
সাজায়ে রমণী তাহারে যতনে।
রাখিয়ে এসেছি কালির ভবনে॥
কামিনী কহিছে মাসী চল চল।
কেমনে হেরিব উপায় কি বল॥

তাহারো বিরহে এ প্রাণ না রহে।
প্রাণ অহরহ অদর্শনে দহে॥
যা আছে ললাটে হইবে পশ্চাতে।
চল যাই তথায় তোমার সাতে॥
চলে ধনী রঙ্গে মাতিয়ে তরঙ্গে।
কুমদে হেরিতে বিমলার সঙ্গে॥
উপনীত যথা কুমদমোহন।
শিবানী নিকটে হইল মিলন॥
হেরিয়ে মাতিল ধনী করে ধরি।
ছলে দুজনে দুজনে ব্যঙ্গ করি॥
হাসিছে হাসিছে বচনে তুষিছে।
নয়নে নয়নে দুজনে দেখিছে॥
নৃপ নন্দনে কামিনী করে ধরি।
কহিছে মিনতি বহুবিধ করি॥
তুমি নাগর সাগর পণ্ডিত হে।
তেজো না ভুলনা ব্যঙ্গ করো না হে॥
নিকাইনু পায় রেখো এদাসীরে।
কৃপা করে কর মনে অধীনীরে॥
আমি তোমারে কহি নৃপ নন্দন।
চল চল নাথ মম নিকেতন॥
কহে কুমদ কুমার কামিনীরে।
বিভা নাহি হলো আয় পাত্র ফিরে॥
তব তনয়ারে যাও বাসে লয়ে।
কামিনী অমনি গেল গেল বয়ে॥
আমি আপন কুমারে দিব বিয়ে।
চলিলাম ঘটকে ভেটিব গিয়ে॥

কামিনীর রহস্য।

এইরূপে দুই জনে নিত্য নব রসে।
আনন্দে করেন খেলা মজে প্রেম রসে॥
করিয়া নারির বেশ কুমদমোহন।
কামিনীর মনপ্রাণ করিল হরণ॥
যত ছিল মন দুঃখ গেল দুজনার।
কব কি সে সব কথা কহিতে অপার॥
নৃপের কুমারী ছিল চির বিরহিনী।
নাগরে লইয়ে রঙ্গে পোহায় যামিনী॥
কোন বাধা নাহি তার কে পাবে সন্ধান।
নারীতে নারীতে প্রেম কে জানে সন্ধান॥
কামিনী কুমার রায়ে কহিছে তখন।
এখন উচিত নাথ প্রতিজ্ঞা পালন॥
তা হলে হইবে ব্যক্ত নাহি বাসি ডর।
বিচারে জিনিলে ব্যক্ত হবে প্রাণেশ্বর॥
আজি নাথ দিবাভাগে দেখেছি স্বপনে।
বসিয়া আমার পাশে পুরুষ রতনে॥
জননী আসিয়া মোরে করিছে ভৎসনা।
তটস্থ হইয়া উঠি হয়ে বিবসনা॥
মালতী কহিছে আসি ঘটেছে জঞ্জাল।
কুমদে কাটিতে আজ্ঞা দিল মহীপাল॥
তাহা শুনে ভয় পেয়ে করেছে প্রস্থান।
এখন বাচাও প্রাণ কর অনুমান॥
অকুল সাগরে পড়ে আকুল অন্তরে।
কালী কালী বলে আমি ডাকি উচ্চৈঃস্বরে॥

শুনিয়া আমার ধনী যত পুরবাসি।
উপনীত হল সবে মম বাসে আসি॥
কেহ বলে কেন ধনী করেছ রোদন।
কেহ বলে কেন হেরি বিরস বদন॥
নিদ্রা ভঙ্গ হলে দেখি কেহ নাহি কাছে।
কেবল বিপথা মাত্র সয়নেতে আছে॥
সেই কথা মনে হলে ভাবি হে অন্তরে।
অন্তরের ধন তুমি যেওনা আন্তরে॥
নব নাগরে সাগরে কামিনী অমনি।
মদনে মাতিয়ে দশনে দংশিছে ধনী॥
মুখ চুম্বন কুচ মর্দ্দন আলিঙ্গন।
হেরে রাজকৃষ্ণ করে ভবানী শরণ॥

কুমদ কামিনীর রহাস্য।

এক নিশি কুতুহলে, কুমদে কামিনী বলে,
প্রাণনাথ কহ সত্য বাণী।
আছে বড় মন সাধ, পুরাও মনের সাধ,
তোমা বই অন্য নাহি জানি॥
তুমি হে পরম ধন, মম জীবন যৌবন,
তোমা বই কে আছে জগতে।
সদত্ত বাসনা মনে, হেরি নয়নে নয়নে,
অদর্শনে থাকি চাহি পথে॥
যাবত ধরাতে রব, তব দাসী হয়ে রব,
না মরিলে ভুলিতে নারিব।
শুন ওহে প্রাণেশ্বর, ভেবনা হে দেহান্তর,
ত্যজিলে হে মরমে মরিব॥

ত্যজোনা ভুলনা বধু, সিমুলে খেওনা মধু,
মন প্রাণ সঁপেছি তোমায়।
যদি যাও কোন স্থলে, যেওহে আমায় বলে,
অন্তরেতে হেরিয়ে তোমায়॥
শুনিলে হে সেইক্ষণে, যাব আমি তব সনে,
লুকাইয়া জননী রাজনে।
পুরুষ পরেশ মণি, রমণীর শিরোমণি,
রেখ নাথ রেখ হে চরণে॥
কুমদ কহিছে ধনী, তুমি মণি আমি ফণী,
ভুলিতে নারিব হে তোমায়।
না হলে দেহ পতন, অন্যে না নমিবে মন,
অদর্শনে অঙ্গ জ্বলে যায়॥
কি ক্ষণে হেরেছি ধনী, পলকে প্রলয় গণি,
না হেরিলে ভাসি নেত্র নীরে।
হেরিলে হরিষ মন, বাসি হেরি সর্ব্বক্ষণ,
কহি ধনী করে ভব কিরে॥
তোমারে যে ভাবি মনে, সে কি জানে অন্য জনে,
তেজনা আমারে বিধুমুখী।
তুমি মম ধন প্রাণ, তুমি মম ধ্যান জ্ঞান,
হেরিলে কাতর হই দুঃখি॥
কহি শুন বিনদিনী, প্রভাত হলো যামিনী,
দেহ আজি আমারে বিদায়।
হলে অস্ত দীনমণি, আসিব পুনঃ তখনি,
রাজকৃষ্ণ কহিছে ভাবায়॥

কামিনীর কুমদের সহিত রহস্য।

কুমদের করে ধরি নৃপের কুমারী।
কহিছেন প্রাণনাথ বিদায় দিতে নারি॥
পলকে প্রলয় জ্ঞান তব অদর্শনে।
আর এক কথা বলি থাকিবে গোপনে॥
একথা না ব্যক্ত তুমি করো কোন স্থানে।
দিবা ভাগে তুমি নিত্য থেকো সাবধানে॥
প্রকাশ হইলে কিন্তু যাইবে জীবন।
অতএব কহি সাবধান সর্ব্বক্ষণ॥
শুনিয়া কুমদ কয় শুন প্রাণেশ্বরী।
কভু না হইবে ব্যক্ত জেনলো সুন্দরী॥
তাহা আমি ভালো জানি বিশেষ মতেতে।
না হবে না হবে ব্যক্ত জানিবে পরেতে॥
কিন্তু বাসি মনে ভয় আইর কারণে।
পাছে মাগি ব্যক্ত করে কাহার ভবনে॥
নষ্ট লোকের নষ্ট রীত শাস্ত্রের কথা।
পুরাণ প্রসঙ্গেতে দেখ যথায় তথা॥
এতবলি চলিলেন কুমদমোহন।
বাসায় আসিয়া হলো উদয় তপন॥
প্রাতঃকৃত্য আদি সারি স্নান পূজা করি।
রন্ধন করিতে জান নববস্ত্র পরি॥
পরেতে ভোজন করে সুখে যুবরায়।
আসিয়া বিমলা ধনী তাম্বুল যোগায়॥
শৌচ যোগ করিয়া শয্যা করেন সয়ন।
বিমলা আপন কার্য্যে করিল গমন॥

পরে নিদ্রা হতে উঠি নৃপের তনয়।
ভাবেন কখন হবে শশির উদয়॥
কেমনে হেরিব আমি সে বিধুবদনী।
কতক্ষণে হবে অস্ত আজি দিনমণি॥
সেই রূপ হেরি আমি শয়নে সপনে।
সদ্যুক্ত বসনা হেরি নয়নে নয়নে॥
এইরূপে ভেবে কত কুমদমোহন।
নগর ভ্রমণে সুখে করেন গমন॥
রাজকৃষ্ণ কহে পষ্ট রচিয়া পয়ার।
কুমদমোহন রায় কি ভয় তোমার॥

কুমদ কামিনীর বিহার আরম্ভ।

তোটক ছন্দ।

আজি জানিব নাগর নাগর হে।
রতিশাস্ত্রে কেমন পণ্ডিত হে॥
দেখিব আমার কেমন সৈন্য হে।
পারে কি না পারে রণে জিনিতে হে॥
রস সাগর নাগর করে ধরে।
কহিছে জানিব আজিলো সমরে॥
হারিলে হারিব যতেক ভুষণ।
জিনিলে লইব করের কঙ্কণ॥
করি রণে পণ নৃপের নন্দন।
আরম্ভিল দুই জনে কামরণ॥
হানিল মদন কুমদমোহনে।
পঞ্চশর তার হৃদয়ে যতনে॥

কামিনী অমনি বাধে ভুজ পাশে ।
কুমদ ধনীরে ফেলে কাম ফাঁসে ॥
মুখ চুম্বন করে যতনে ধনী ।
ঘন ঘন নিতাম্ব আঘাত ধনী ॥
আপনি কামিনী হারিল সমরে ।
কুমদমোহন ভবে ব্যঙ্গ করে ॥
শুন লো সুন্দরী দেহ লো কঙ্কণ ।
নতু বা যাহ পুনঃ করিতে রণ ॥
যে হয় উচিত করলো এখনি ।
দেখলো চাহিয়া নাহিক রজনী ॥
কথায় কথায় নানা রঙ্গ রসে ।
কভু উঠে রসরাজ কভু বসে ॥
হাসিছে খেলিছে নাগরী নাগরে ।
শশধর গেল অস্ত গিরিপরে ॥
জানে না ঘটনা কি ঘটিবে পরে ।
দুজনে থাকিয়া প্রেম রস ভরে ॥
উদিত ভাস্কর প্রভাত জামিনী ।
প্রমাদ মনেতে গণিছে কামিনী ॥
কেমনে রাখিব তোমারে যতনে ।
নাথ হে মরি হে দুজনে জীবনে ॥
তুমি পণ্ডিত হে বল না কি করি ।
করহে উপায় এবে কিসে তরি ॥
আমি প্রাণেমরি তাহে ক্ষতি নাই ।
তোমার কারণে সদত ডরাই ॥
আসিবে জননী দেখিবে অমনি ।
আমি নাথ প্রাণ ত্যজিব তখনি ॥

সহিতে নারিব গালি দিবে মোরে।
আমি থাকিব বঁধু মরমে মোরে॥
ধিক্ রে জামিনী প্রভাত হইলে।
সুখ দিয়া পরে শঙ্কটে ফেলিলে॥
জারে হেরে ছিলাম সুখ-সাগরে।
সে জনে এখন লয়ে যাবে ঘরে॥
কেমনে দেখিব তাহার এগতি।
তুমি আমার বঁধু হে গতি মতি॥
মজিলে পিরীতে নাহি থাকে জ্ঞান।
ভাবিয়া কি কায নিশি অবশান॥
কহে পষ্ট রাজকৃষ্ণ ভৌমিক হে।
উপায় কি কর রসসাগর হে॥

কামিনীর আক্ষেপ।

প্রভাতে উঠিয়া ধনী গণিছে প্রমাদ।
হায় বিধি একি হেরি হরিষে বিষাদ॥
কেমনে জননী পাশে সহিব গঞ্জনা।
কিঙ্করীরে কৃপা কর করালবদনা॥
প্রমোদায় প্রাণ যায় করি কি উপায়।
কাতরে বিপদে মোরে তুমি রাখ পায়॥
বহু কষ্টে গুণনিধি দিয়াছিলে মোরে।
তংহি তারা দুঃখ হরা পুনঃ নিলে হরে॥
এখন আমার ভাগ্যে ঘটেছে জঞ্জাল।
হর দুঃখ পঞ্চ মুখ তুমি মহাকাল॥
পিতার কোপেতে আজি যায় হে জীবন।
কোথা হে পাণ্ডব নাথ শ্রীমধুসূদন॥

লাজে মরি সাদা ডরি কি হবে দুর্গতি।
লজ্জা রাখ দীননাথ অখিলের পতি ॥
দিবে গালি মুখে কালি যত পুরবাসি।
ভেজ না বিপদে হরি নাশ দুঃখ আসি ॥
পড়েছি অকুলে এবে ভেবে প্রাণ যায়।
দীনবন্ধু কৃপাময় বাঁচাও আমায় ॥
না বুঝে করেছি কায এখন কি হবে।
পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতন সানুকূল হবে ॥
হে নাথ প্রাণনাথ রসের সাগর।
কেমনে যাইবে নাথ বল স্থানান্তর ॥
দ্বারেতে প্রহরি গণ আছে কত জনা।
দিবসে নারিবে যেতে সাজিয়া অঙ্গনা ॥
মহীপাল তুল্য কাল শুন হে রাজন।
অনর্থের হেতু নাথ পাত্র মিত্র গণ ॥
হায় বিধি তুমি বাদি কেলিলে বিপদে।
হারালে তোমারে নাথ কি কায সম্পদে ॥
তুমি মম ধন প্রাণ তুমি হে সকলি।
ভাল মন্দ তোমা বই আর কারে বলি ॥
দেখিলে তোমার দুঃখ ত্যজিব জীবন।
তোমার মরণে নাথ আমার মরণ ॥
তোমার সুখেতে আমি ছিনু বড় সুখী।
তোমার লাগিয়া ভেবে হয়েছি অসুখী ॥
হেরিতে তোমার হাঁসি সদা ভাল বাসি।
প্রাণের সহিত নাথ সদা ভাল বাসি ॥
শিয়রে শমন তুল্য হেরি যে ঘটনা।
কেমনে হইব পার উপায় বলনা ॥

অনঙ্গ নামেতে দাসী হল উপনীত।
কুমদে হেরিয়া ধনী ভাবে চমকিত॥
মনে মনে ভাবে ধনী এ আর কেমন।
পক্ষ প্রবেশিতে নারে যাহার ভবন॥
কেমনে আইল হেথা করে কি উপায়।
একথা কহিগে গিয়া রাণিরে রাজায়॥
পশ্চাতে যাইবে প্রাণ শুনিলে ভুপাল।
এবে যাই চলে আগে কহিতে এহাল॥
ভাবিয়া শ্রীকৃষ্ণ পদ রাজকৃষ্ণ ভনে।
অনঙ্গমঞ্জরী চলে নৃপের সদনে॥

অনঙ্গ মঞ্জরির রাণীর নিকটে গমন।

অনঙ্গ মঞ্জরী ধনী চলিল তখনি।
উপনীত হলো যথা নৃপের রমণী॥
করযোড়ে কয় গিয়া নবিশেষ বাণী।
নিবেদন অবধান কর মাগো রাণী॥
কহিবারে বাসি লাজ না কহিলে নয়।
কোন ত্রুটি নহি আমি দিও পদাশ্রয়॥
ঘটেছে প্রমাদ বড় তব তনয়ার।
দুজনে মরিল আজি কোপেতে রাজার॥
ভুবনমোহন এক নবীন নাগর।
রয়েছে মহিষী তার গৃহের ভিতর॥
তাহারে লইয়ে রঙ্গে আছেন সুন্দরী।
কহিবারে আইলাম স্বীয় মনে ডরি॥
সত্য কিবা মিথ্যা ইহা চল গো দেখিবে।
মিথ্যা যদি হয় তবে প্রতিফল দিবে॥

আমি গো তোমার দাসী হিত অভিলাষী।
প্রমাদ ঘটনা দেখি কহিলাম আসি॥
কি করে কেমনে এলো অন্দর মহলে।
ভাবিয়া না পাই টের ভাসি নেত্র জলে॥
মল্লিকে মালতী যে গো আছে দুই দাসী।
অনর্থের হেতু তারা দুই পুণ্য নাশি॥
লক্ষ লক্ষ জনে যার রক্ষা করে পুরী।
তাহার অন্দরে চুরি করিয়া চাতুরী॥
কেমন প্রহরিগণ কেমন কোটাল।
মরিবে পরাণে সবে শুনিলে ভূপাল॥
শুনিয়া দাসীর বাণী মহিষী তখন।
গোপনে আড়ালে থাকি করে নিরক্ষণ॥
হেরিয়ে ঝোপেতে বলি ভাবিয়ে অন্তরে।
পাঠান দাসীরে ডাকিবারে নৃপবরে॥
অনঙ্গমুঞ্জরী গিয়া নত করে শির।
দেখিয়া ধনীরে চাহি জিজ্ঞাসেন ধীর॥
অনঙ্গ মুঞ্জরী কও কিসের কারনে।
কি লাগিয়া দাড়াইয়া আমার সদনে॥
অবধান ক্ষিতিনাথ অধিনীর বাণী।
মোরে পাঠালেন তব আছে মহারাণী॥
বারেক অন্দরে যাত্রা করুণ রাজন।
মোরে পাঠালেন হেথা তাহারি কারণ॥
চলিলেন নরবর অন্দর মহলে।
উপনীত মহিষীর পাশে কুতুহলে॥
রাজকৃষ্ণ ভাবি কৃষ্ণ রচিল পয়ার।
ভরসা কেবল হরি চরণ তোমার॥

পয়ার।

মোহিষীর রাজার প্রতি ভৎর্সনা।

কহে কোটালগণ নিকটে হাজির।
আদেশে কোটালগণে আনায় নাজির॥
শুন ওহে রাজ্যেশ্বর কব কি কৌতুক।
যাও নাথ দেখ গিয়া জামতার মুখ॥
নাহি দিলে কামিনীর বিভা হে রাজন।
কলঙ্কে পুরিল রাজ্য কি কর এখন॥
কত নৃপসুত এলো বিভা করিবারে।
কেন নাহি দিলে বিভা কি কায বিচারে॥
এখন হইল ভাল বদন উজ্জ্বল।
তোমার কি দোষ মম মরণ মঙ্গল॥
আইবড় সুতা রাখে বিভা নাহি দিলে।
কামিনীর পানে নাথ চায়ে না দেখিলে॥
যেমন করিলে কর্ম্ম প্রতিফল তার।
গর্ব্ব খর্ব্ব হলো নাথ গেল অহঙ্কার॥
এখন কেমন করে দেখাবে বদন।
উচ্চ শীর হল হেট নৃপ হে এখন॥
নিষ্কলঙ্ক কুলে কালি দিলে হে কুমারী।
কেমন প্রহরিগণ বর্ণিবারে নারি॥
লক্ষ লক্ষ জনে যার রক্ষা করে পুরী।
কি কব অধিক তার অন্দরেতে চুরি॥
কেমন কোটাল তব প্রহরি সকল।
পেট মোটা খুলে খায় তস্করের দল॥
শুনিয়া রাণীর বাণী ক্রোধেতে রাজন।
তরুণ অরুণ তুল্য হলো সুলোচন॥

নাজিরে ডাকিয়ে রায় কন সবিশেষ।
কোটাল চোরের দল লুঠে খায় দেশ ॥
কর হে কোটালগণে নিকটে হাজির।
আদেশে কোটালগণে আনয়ে নাজির।
মহীপাল যেন কাল ক্রোধেতে কাঁপিছে।
পাদুকার চোটে কার প্রাণ বা ফাটিছে ॥
লাথি চর কিল কার বক্ষেতে পাষাণ।
মার খেয়ে কেহ বলে যায় যায় প্রাণ ॥
আমার অন্দরে চুরি নিমক হারাম।
চোর ধরে এনে সবে ঘুচাও জঞ্জাল ॥
কামিনীর বাসে চোর আছে লুকাইয়া।
ত্বরিত আনয়ে চোরে করে রজ্জু দিয়া ॥
হে পাঠ্য রাজকৃষ্ণ রচিয়ে পয়ার।
ভরসা কেবল হরি চরণ তোমার ॥

কামিনীর প্রতি মহিষীর ভৎর্সনা।

ওলো কুল কলঙ্কিনী, কেন হয়ে নিসঙ্কিনী,
গোপনেতে করিলি এ কায।
করি গরল ভক্ষণ, ছিল মঙ্গল মরণ,
মহারাজে শেষে দিলি লাজ।
ওলো কালা মুখী, হলি চির দিন দুঃখী,
ধিক ধিক তোরে পুর্ণ নাশি।
হয়ে আমার দুহিতা, হলি চোরের বনিতা,
তোরে শিখাইবে নৃপ আশি ॥
এই আমার পুরিতে, নারে পক্ষ প্রবেশিতে,
তারে আনিলি কেমন করে।

কেন মোরে না কহিলি, শেষে আপনি মজিলি,
এখন সে জন প্রাণে মরে ॥
তোমার কি হবে গতি, কিবা করে নরপতি,
তার ক্রোধে হারাবে জীবন।
ছিল বড় মনে সাধ, বিভা দিব করে সাধ,
সে সাধ হইল অকারণ ॥
দুই দাসীরে কহিছে, রাণী ক্রোধেতে জ্বলিছে,
তোরা তোরে রংঙ্গের রঙ্গিণী।
বল ইহার কাহিনী, ওরে কেমনে কামিনী,
আনিত লো প্রত্যহ যামিনী ॥
কহে দাসী দুই জনে, অতি বিনয় বচনে,
এর কহি শুন বিবরণ।
যবে ঐ গুণাকর, আশিল তব নগর,
মোরা আগে দেখিনু তখন ॥
তব সুদাম সাগরে, দেখেছিনু ঐ নাগরে,
বশে থাকিতে গো তরুতলে।
এই মাত্র মোরা জানি, বিচার কর মা রাণী,
বাসে চলে যাই নিশি হলে ॥
কাহ ইহার কাহিনী, জানে বিমলা তাঁতিনী,
নিত্য আসিত যামিনী কালে।
মোরা ভত্তি গো কহিতে, সাসা উহার বাটীতে,
শুনি রাণী কহেন ভুপালে ॥
শুন হে পুণ্যের সেতু, বিমলা ইহার হেতু,
তাহারে আনিলে হেথা ভুপ।
পাইবে সব সন্ধান, জানিবে কার সন্তান,
সে জানে নাথ বিশেষ রূপ ॥

কবি রাজকৃষ্ণ কয়, কোথা হরি দয়াময়,
দীননাথ দীনে কৃপা কর।
তুমি সংসারের সার, জগতের মূলাধার,
দয়াময় বাঞ্ছা পূর্ণ কর॥

রাজার কোটালগণের প্রতি আদেশ।

পয়ার।

নৃপের আদেশে সাজে যতেক কোটাল।
করে নিল নানা অস্ত্র ঢাল তরোয়াল॥
কোটালের পদভরে কাঁপিছে নগর।
চোর ধরিবারে যায় অন্দর ভিতর॥
চলিল কোটালগণ কামিনীর বাসে।
দেখিল কুমদ রায়ে কামিনীর পাশে॥
জমাদার গিয়ে তার ধরিলেক করে।
বাধিয়ে যুগল করে লয়ে যায় ধরে॥
কেহ মারে গাত্রে ছরি কেহ মারে চড়।
কুমদমোহন ভাবে হইয়ে ফাঁফর॥
চোর ধরি লয়ে গেল নাজির সদনে।
নাজির হাজির করে নৃপের সদনে॥
হলো মহা কোলাহল কাম্পিপ নগরে।
কুমদ কামিনীরে ভাবিছেন অন্তরে॥
নাজির কহিছে চোর কোথায় আলয়।
কিবা নাম হয় তোর কাহার তনয়॥
কোথায় এখানে বাসা কাহার ভবনে।
কিবা জাতি বল বেটা থাকিশ কজনে॥

জাননা কাহার বাটী মনে নাহি ডর।
বামন হয়ে চাও ধরিতে শশধর॥
রায় বলে মহাশয় মন নাহি স্থির।
হৃদয়েতে হেরি সদা রূপ কামিনীর॥
সে আমার মন প্রাণ সুধাংশু বদনী।
অবিরত বাসে চিত হেরিতে সে ধনী॥
রাজা বলে ছাড বেটা মরিবি এখনি।
বিচারিয়ে কর দণ্ড তুমি নৃপমণি॥
সুরাট নগরে বাস কহি পরিচয়।
সুরেশচন্দ্র নৃপতির আমি গো তনয়॥
বন্ধুর বিচ্ছেদে আমি হইয়ে কাতর।
তেজে বাস করি বাস কানন ভিতর॥
বহু ভাগ্যে হেরি তথা এক যোগিবরে।
নিরবধি থাকে সেই কানন ভিতরে॥
তাহার মুখেতে শুনি তোমার কাহিনী।
বিচারে পণ্ডিত বড় তোমার নন্দিনী॥
বাসা আমার বিমলা তাঁতিনীর বাসে।
সেই মোরে মজাইল ফেলে এই ফাঁশে॥
রায় বলে মর বেটা বড়ই সুজন।
কিছুই জাননা তুমি নৃপের নন্দন॥
চুরি করে কাটো কাল ওহে কুলাঙ্গার।
কোথায় কোটালগণ কররে সংহার॥
আঁখি ঠেরে কোটালেরে মানা করে রায়।
ধাক্কা দিয়া দ্বারি কারাগারে লয়ে যায়॥
দেখিয়ে কুমদের গতি ভেবে আশ্বাস।
রাজকৃষ্ণ ভাবি কৃষ্ণ করিল প্রকাশ॥

কামিনীর আক্ষেপ।

পয়ার।

অকালে প্রলয় একি হেরে প্রাণে মরি।
কেন সখী অস্ত হলো বল বিভাবরি॥
কিসেরি কারণে ধরা হয়েছে অধরা।
কাহার নেত্রের জলে ভাষিতেছে ধরা॥
ভাবি বুঝি নিশাকর পড়েছেন ধরা।
কুমদিনী করে কেন হেরি শশী ধরা॥
সেই ভয়ে প্রস্থান করেছে সুধাকর।
তাহার কারণে হলো উদয় ভাস্কর॥
ধিকরে জামিনী আমি বলিরে তোমারে।
তুমি যে সুহৃদ মম নারি বর্ণিবারে॥
কি দোষে করিলে ক্রোধ আমার উপরে।
ক্রোধভরে ডুবাইলে কলঙ্ক-সাগরে॥
সহে না সহে না দুঃখ বাড়িছে যাতনা।
হৃদয়ের ধন আর সহেনা যাতনা॥
প্রেম সুখ তরুবরে প্রেমফল আশে।
সতরঞ্জ করি খেলা মনেরি উল্লাসে॥
তাহাতে বিপক্ষ নৃপ হইল রজনী।
নিশাকর মন্ত্রিবর হয়ে দিনমণি॥
বিচ্ছেদ বিসাদ তার ছিল দুই করি।
কলঙ্ক কুযশ দুই পাশে দুই তরি॥
লাঞ্ছনা গঞ্জনা দুই তাহার তুরঙ্গ।
অষ্ট দূত অষ্ট তারা করিলেক রঙ্গ॥
আনন্দ নৃপতি মম ছিলেন আনন্দে।
বিচ্ছেদ মাতঙ্গ আসি ফেলে নিরানন্দে॥

বৈর্য্য মুক্তি ছিল বসে পরম কৌতুকে।
ধরে দল করে বল ভাষাইলেন দুঃখে ॥
মন প্রাণ দুই করি ছিল মন রঙ্গে।
প্রাণেশ্বরের কাতরে পলায় আতঙ্গে ॥
যুগল নেত্র যুগল তুরঙ্গ আমার।
যুগল তুরঙ্গ আসি বিপক্ষ জনার ॥
অষ্ট অঙ্গ অষ্ট খড়ে বহু কষ্ট পায়।
দুই তরি দুই তনু তুরঙ্গ নষ্টায় ॥
মহীপাল মুক্তিবর আসি দুই জনে।
কারাবদ্ধ করে রাখে তাপিত রাজনে ॥
যাহার কিস্তিতে মাত হইল প্রভাত।
কামিনী দাড়িছে বসে শিরে দিয়ে হাত ॥
প্রাণনাথে ধরিলেক জমাদার করে।
তাহা দেখি কামিনীর হৃদয় বিদরে ॥
জননী আসিয়ে কত দিতেছে গঞ্জনা।
আছে মুহ্যমানে বসি সুধাংশু বদনা ॥
জীবন যৌবন ধন যে জন আমার।
পায়ে বেড়ি গাত্রে দড়ি মারিছে তাহার ॥
কেমনে হেরিব বল তাহার দুর্গতি।
দ্বিগুণ বচন জ্বালা দিতেছে নৃপতি ॥
এ দুঃখ কহিব কায় খেদে প্রাণ যায়।
আমার বোবার স্বপ্ন ব্যক্ত করা দায় ॥
কত লোকে বিভা করে কেবা মারে কারে।
কেবা যায় তারে বল রাখে কারাগারে ॥
রামা গণ কয় ধনী আহা মরি মরি।
কেমনে সোণার অঙ্গে মারিতেছে ছড়ি ॥

পদে বেড়ি করে দড়ি দিয়াছে কেমনে।
সহেনা উহার দুঃখ সহেনা জীবনে॥
আমরা পরের দুঃখ সহিতে না পারি।
নাসে মন ডরে লয়ে যাই বাস ছাড়ি॥
মহীপাল পূণ্য কাল করিছে গর্জ্জন।
তাহার কারণে তার সজল লোচন॥
মন দুঃখে হেট মুখে রয়েছেন রায়।
মলীন চন্দ্রাস্য যেন দীন হীন প্রায়॥
সাবাসি পিরীত তোর কি কব কৌতুক।
তুমি হে সকলে পার দিতে সুখ দুঃখ॥
কৃপা কর কৃষ্ণচন্দ্র রাখহে চরণে।
পয়ার প্রবন্ধে রামকৃষ্ণ ঘোষ ভনে॥

কামিনীর বিলাপ ও কুমদের চোর ধরা।

আক্ষেপ উক্তি পয়ার।

কুমদ পড়িল ধরা, কুমদ পড়িল ধরা,
তাহা দেখি কামিনীরে নাহি যায় ধরা।
ধনী করিছে রোদন, ধনী করিছে রোদন,
নাথের দেখিয়া গতি করিছে রোদন।
হায় একি হলো দায়, হায় একি হলো দায়,
তাহার লাগিয়া মম ভেবে প্রাণ যায়।
আর সহেনা যাতনা, আর সহেনা যাতনা,
সহেনা আমার প্রাণে তাহার যাতনা।
আমি ত্যজিব এ প্রাণ, আমি ত্যজিব এ প্রাণ,
সে আমার আমি তার সে আমার প্রাণ।

বল করি কি উপায়, বল করি কি উপায়,
তাহার বিরহে মম ভেবে প্রাণ যায়।
কোথা রৈলে রসময়, কোথা রৈলে রসময়,
এ দাসীরে দেখা দাও এসে এ সময়।
তুমি গুণের সাগর, তুমি গুণের সাগর,
তোমা বিনে কেহ নাহি অখিল ভিতর।
মন ধৈরজ না ধরে, মন ধৈরজ না ধরে,
তাহার লাগিয়া প্রাণ সতত বিদরে।
সদা চক্ষে বহে নীর, সদা চক্ষে বহে নীর,
তাহার বিচ্ছেদে প্রাণ সতত অস্থির।
আমি নারি যে সহিতে, আমি নারি যে সহিতে,
আর মম মন নারে বাসে যে রহিতে।
সদা জ্বলে মনানল, সদা জ্বলে মনানল,
কান্ত বিহনে আমার কে করে শীতল।
আমি তাহার উদ্দেশে, আমি তাঁহার উদ্দেশে,
ত্যেজে বাস মনোদুঃখে যাব অন্য দেশে।
মোর মরণ মঙ্গল, মোর মরণ মঙ্গল,
রাজকৃষ্ণ কহে পষ্ট মরণ মঙ্গল।

চোরের রাজ সভায় কথোপ কথন।

পাত্র মিত্র গণ কয় নৃপের সদন।
অনুভাবে বুঝি চোর নৃপের নন্দন॥
বাক্যের ছটায় জ্ঞান হয় জ্ঞানবাণ।
নৃপের তনয় হবে হয় অনুমান।
শুনিয়া সবার বাণী কহেন নৃপতি।
চোরে আনিবারে পুনঃ কর অনুমতি॥

কুমদ কামিনী।

আজ্ঞা মাত্র চোরে আনিল কোটাল গণে।
জিজ্ঞাসেন মহীপাল কুমদমোহনে॥
সত্য করি বল বেটা কোথায় আলয়।
কীবা জাতি কার বেটা কিবা নাম হয়॥
কোথা হতে এলি হেথা ছিলি কোন স্থানে।
প্রকাশ করিয়া কহ মম সন্নিধানে॥
তুমি যে নৃপের সুত জানিব কেমনে।
নফর কীঙ্কর কেবা আছে তোর সনে॥
কত দিন ছিলি তুই কানন ভিতর।
কোথায় আছেন তোর দেখা যোগীবর॥
সত্য যদি তুমি তারে না পারো দেখাতে।
তোমার হইবে মৃত্যু কোটালের হাতে॥
দেখাতে পারিলে তোরে কিছু না বলিব।
জানিলে বিশেষ তোর তোরে ছেড়ে দিব॥
বাঁচিবার আশা যদি কর বাছাধন।
প্রকাশ করিয়া কহ আমার সদন॥
বিমলার বাটীতে কি সজ্জা তোর যাসা।
বধিব তখনি তোরে করিলে তামাশা॥
রায় বলে ক্ষিতি নাথ তুমি দয়াময়।
বধিলে বধিতে পার তুমি মহাশয়॥
তুমি যদি কর দয়া তবে বাচি প্রাণে।
কামিনীর রূপ হেরি আমি ধ্যানে জ্ঞানে॥
শুনিলে আমার মৃত্যু সে ত্যজিবে প্রাণ।
সে আমার আমি তার সে আমার প্রাণ॥
শুনিয়া দ্বিগুণ জ্বলে কাম্পিপের পতি।
আনরে বেটার মাথা কাটি শীঘ্রগতি॥

মরিলে জুড়াবে প্রাণ সে মম মঙ্গল।
তারে না পাইলে মোর মরণ মঙ্গল॥
বিচার করিয়া দণ্ড কর নৃপমণি।
আমারে বধিলে কিন্তু মরিবে সে ধনী॥
ইহা বুঝে কর কায তুমি মহীপাল।
কাটিলে আমারে তব ঘটিবে জঞ্জাল॥
নৃপ বলে ওরে বেটা নাহি চিত্তে ভয়।
কিঞ্চিৎ পরেতে দেখ কিবা শাস্তি হয়॥
রাজকৃষ্ণ ভাবি কৃষ্ণ রচিল পয়ার।
কুমদমোহন রায় কি ভয় তোমার॥
পিরীতি করিতে গেলে সব সৈতে হয়।
পাইবে কামিনী তুমি তোমার কি ভয়॥

বিমলারে রাজসভায় আনিতে রাজার আদেশে
ও কোটালগণের গমন।

ত্রিপদী।

নৃপের আদেশ পেয়ে, চলে সবে দ্রুত হয়ে,
বিমলারে আনিতে কোটাল।
উপনীত তার বাসে, নগর ঘেরি চারি পাশে,
নানামতে দেয় গালাগাল॥
যত দ্রব্য ছিল তার, নিল আদেশে রাজার,
বিমলার কি কব দুর্গতি।
রামা বলে একি দায়, শিখাইব কহে রায়,
চল যাব যথায় নৃপতি॥
কোন দোষে দুষি নই, মিথ্যা কথা নাহি কই,
কেন মোরে কহ কুবচন।

কুমদ কামিনী।

ওরে গঞ্জানি কুটনী, কিছুই জানমা ধনী,
চল আগে নৃপের সদন॥
ঘরে যাস। দিয়া চোরে, কথা কও পুনঃ মোরে,
লজ্জা নাই তোর পুর্ণ নাশি।
নৃপের অন্দরে চুরি, এ সব তোর চাতুরী,
যার ক্রোধ তোরে দিলে ফাঁসি॥
আমি থাকি একাকিনী, নাহি আমার সঙ্গিনী,
কার করিনু কুটনীপণা।
কার সুতা বধূ কারে, দিনু মিলায়ে কাহারে,
মম প্রাণে সহেনা যাতনা॥
গালি দিলি বলে শালি, তোর মুখে দিব কালী,
কালী যদি হন সানুকুল।
খসে যাবে তোর মুখ, দূরে যাবে মম দুঃখ,
তুমি তারা সকলের মূল॥
রক্ষে কর এ দাসীরে, শাস্তি কর নৃপতিরে,
নতুবা না যায় গো জীবন।
আগেতে ভাবিলে মনে, রহিবে না যে গোপনে
উপায় কি করি গো এখন॥
ধরিয়া মাগির কেশে, লাথি চর মারে শেষে,
লয়ে যায় রাজার সদনে।
বিমলা জানিল মনে, ধরেছে বুঝি সে জনে,
নৈলে কেন আসিবে ভবনে॥
না বুঝে করেছি কায, বধে বুঝি মহারাজ,
প্রাণ যায় আজি পর দায়।
দুজনে করিল সুখ, ঘটিল অশেষ দুঃখ,
এ দুঃখ কহিব আমি কায়॥

মরিলে জুড়াবে প্রাণ সে মম মঙ্গল।
তারে না পাইলে মোর মরণ মঙ্গল॥
বিচার করিয়া দণ্ড কর নৃপমণি।
আমারে বধিলে কিন্তু মরিবে সে ধনী॥
ইহা বুঝে কর কায তুমি মহীপাল।
কাটিলে আমারে তব ঘটিবে জঞ্জাল॥
নৃপ বলে ওরে বেটা নাহি চিত্তে ভয়।
কিঞ্চিৎ পরেতে দেখ কিবা শাস্তি হয়॥
রাজকৃষ্ণ ভাবি কৃষ্ণ রচিল পয়ার।
কুমদমোহন রায় কি ভয় তোমার॥
পিরীতি করিতে গেলে সব সৈতে হয়।
পাইবে কামিনী তুমি তোমার কি ভয়॥

বিমলারে রাজসভায় আনিতে রাজার আদেশে
ও কোটালগণের গমন।

ত্রিপদী।

নৃপের আদেশ পেয়ে, চলে সবে দ্রুত হয়ে,
বিমলারে আনিতে কোটাল।
উপনীত তার বাসে, নগর ঘেরি চারি পাশে,
নানামতে দেয় গালাগাল॥
যত দ্রব্য ছিল তার, নিল আদেশে রাজার,
বিমলার কি কব দুর্গতি।
রামা বলে একি দায়, শিখাইব কহে রায়,
চল যাব যথায় নৃপতি॥
কোন দোষে দুষি নই, মিথ্যা কথা নাহি কই,
কেন মোরে কহ কুবচন।

ওরে গস্তানি কুটনী, কিছুই জানমা ধনী.
চল আগে নৃপের সদন ॥
ঘরে বাসা দিয়া চোরে, কথা কও পুনঃ মোরে,
লজ্জা নাই তোর পূর্ণ নাশি।
নৃপের অন্দরে চুরি, এ সব তোর চাতুরী,
যায় ক্রোধ তোরে দিলে ফাঁসি ॥
আমি থাকি একাকিনী, নাহি আমার নন্দিনী,
কার করিনু কুটনীপণা।
কার সুতা বধু কারে, দিনু মিলায়ে কাহারে,
মম প্রাণে সহেনা যাতনা ॥
গালি দিলি বলে শালি, তোর মুখে দিব কালী,
কালী যদি হন সানুকুল।
খসে যাবে তোর মুখ, দূরে যাবে মম দুঃখ,
তুমি তারা সকলের স্থূল ॥
রক্ষে কর এ দাসীরে, শাস্তি কর নৃপতিরে,
নতুবা মা যায় গো জীবন।
আগেতে ভাবিলে মনে, রহিবে না যে গোপনে,
উপায় কি করি গো এখন ॥
ধরিয়া মাগির কেশে, লাথি চর মারে শেষে,
লয়ে যায় রাজার সদনে।
বিমলা জানিল মনে, ধরেছে বুঝি সে জনে,
নৈলে কেন আসিবে ভবনে ॥
না বুঝে করেছি কায, বধে বুঝি মহারাজ,
প্রাণ যায় আজি পর দায়।
দুজনে করিল সুখ, ঘটিল অশেষ দুঃখ,
এ দুঃখ কহিব আমি কায় ॥

যাহা করেছিনু মনে, এবে তা হেরি নয়নে,
ধন প্রাণে মজিনু এবার।
হায় বিধি তুমি বাদী, হয়েছি হে অপরাধী,
কৃপা করে কর হে উদ্ধার॥
ঠেকেছি বিষম দায়, এবে ভাবি প্রাণ যায়,
কৃপাময় হরি কৃপা কর।
রাজা কিবা করে দণ্ড, বুঝি করে প্রাণ দণ্ড,
ভয়ে প্রাণ হলো জ্বর জ্বর॥

বিমলারে লৈয়া কোটালগণের রাজসভায় উপনীত।

পয়ার।

বিমলারে আনিলেক নৃপের সভায়।
হেট মুখে কোপ দৃষ্টে চেয়ে দেখে রায়॥
জিজ্ঞাসেন মহীপাল কহরে তাঁতিনী।
কি জানিস তুই বেটী চোরের কাহিনী॥
তোর বাসেতে কিরে সত্য চোরের বাসা।
সত্য বল কর যদি বাঁচিবার আশা॥
কোথায় উহার বাস থাকে যত জনে।
চুরি করে কত দ্রব্য রেখেছে ভবনে॥
কার বেটা কিবা নাম কিবা জাতি হয়।
সত্য করি কহ মোরে তার পরিচয়॥
বিমলা কহিছে তুমি ধর্ম্ম অবতার।
চোরের যা জানি কহি হুজুরে তোমার॥
শুনেছি উহার মুখে শুন হে রাজন।
সুরাট নামেতে রাজ্য তথায় ভবন॥

কুমদমোহন নাম নৃপের তনয়।
মম বাসে বাসা ওর আমি আমি কয়॥
সুরেশচন্দ্র নৃপের উনি হে নন্দন।
এই মাত্র মহীপাল জানি বিবরণ॥
তর্জ্জন গর্জ্জনে রায় কহিছে রুসিয়া।
কোথারে কোটাল রাখ কারাগারে নিয়া॥
উহার বুকেতে দেহ চাপায়ে পাষাণ।
আজি কুটনীরে তোর বধিব পরাণ॥
কামিনীর বাসে চুরি তোমার ঘটনা।
তোমারে কাটিলে মম পুরে যে বাসনা॥
চোরেরে কেমন করে আনিলি বাসেতে।
তার প্রতিফল আজি দিব বিশেষেতে॥
কেমনে করিলি কায মনে নাহি ভয়।
বল বেটী কেবা তোরে দিয়াছে আশ্রয়॥
কুমদ কহিছে আমি সহেনা যাতনা।
তুমি তো ইহার হেতু যেনে কি জাননা॥
আমার আমি গো তুমি কামিনীর মাসী।
মিলাইয়া দিলে মোরে হইয়া হিতাশী॥
তোমার কারণে মোর নাম হৈল চোর।
চিতে নাহি বাস ভর পুনঃ কর জোর॥
নিত্য নিশিতে আমায় সাজায়ে রমণী।
কামিনীর বাসে লয়ে যেতে তুমি ধনী॥
এখন আমার প্রাণ চাহে যে তাহারে।
না হেরে যে পাই দুঃখ জানাইব কারে॥
বিমলা কহিছে ক্রোধে লজ্জা নাহি তোর।
যার লাগি করি চুরি সেই বলে চোর॥

রাজকৃষ্ণ কহে পষ্ট শুনলো তাঁতিনী।
আমিত জানি রে ধনী তোমার কাহিনী॥

কুমদের রাজার নিকটে আক্ষেপ।

আক্ষেপ উক্তি পয়ার।

কহি শুন মহারাজ, কহি শুন মহারাজ,
ক্ষেমা কর তুমি মোরে করেছি যে কায।
তুমি ধর্ম্মের সাগর, তুমি ধর্ম্মের সাগর,
কাটিলে কাটিতে তুমি পার নৃপবর।
আমি করেছি যে কায, আমি করেছি যে কার্য,
বধিলে আমারে ইথে পাবে তুমি লাজ।
মোর মরণ মঙ্গল, মোর মরণ মঙ্গল,
তারে না পাইলে মোর জীবন বিফল।
তারে হেরিতে বাসনা, তারে হেরিতে বাসনা,
না হেরে তাহার মন্ ধৈরজ ধরেনা॥
অঙ্গ জ্বলে যায় খেদে, অঙ্গ জ্বলে যায় খেদে
দিবা নিশি জ্বলে প্রাণ তাহার বিচ্ছেদে।
আমি নারি যে সহিতে, আমি নারি যে সহিতে,
থেকে থেকে তার রূপ পড়ে যে মনেতে।
মম চক্ষে বহে নীর, মম চক্ষে চহে নীর,
কামিনীর বিহনে প্রাণ হতেছে অস্থির।
আমি তাহার কারণে, আমি তাহার কারণে,
নারী রূপে যাইতাম তাহার ভবনে।
সে যে লইয়া আমায়, সে যে লইয়া আমায়,
করিত যতেক রঙ্গ ভুলায়ে সবায়।

আমি করেছিনু পণ, আমি করেছিনু পণ,
হারালে বিহারে তারে লইব কঙ্কণ।
আমি হারিলে বিহারে, আমি হারিলে বিহারে;
যতেক ভূষণ মম দিব যে তাহারে॥
সে যে বিহারে হারিল, সে যে বিহারে হারিল,
হারিয়া বিহারে মোরে তুষিতে লাগিল।
কর বিচার নৃপতি, কর বিচার নৃপতি,
বারেক আনিতে তারে কর অনুমতি॥

রাজপুত্রের যোগির নিকটে গমন।

পয়ার।

রাজা বলে শুন চোর কোথা যোগীবর।
যাও তুমি আনিবারে কানন ভিতর॥
তারে না দেখালে তোর বধিব জীবন।
নৃপের আদেশে রায় করেন গমন॥
সঙ্গে দিল নরবর যতেক কোটাল।
আগে আগে চলে যেন কালান্তক কাল॥
পশ্চাতে রাখিয়া যায় কত কত দেশ।
কানন ভিতরে হল উপনীত শেষ॥
ভাবেন কুমদ রায় কামিনীর রূপ।
দেখিল তথায় এক মৃগ অপরূপ॥
সুবর্ণ জিনিয়া বর্ণ অতি মনোহর।
রূপেতে করেছে আলো বনের ভিতর॥
যতেক কোটালগণ পথের শ্রমেতে।
নিদ্রা যায় অকাতরে তথা বৃক্ষেতে॥

কুরঙ্গ করিছে রঙ্গ দেখিছে রাজন।
ভাবিছে এমন মৃগ না দেখি কখন॥
কখন কুরঙ্গ হয় ষোড়শী রূপসী।
কখন করিছে রঙ্গ করে লয়ে অসী॥
তাহা দেখি নৃপসুত ভাবেন অন্তরে।
কভু নিকটে আসি কুরঙ্গ রঙ্গ করে॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া রায় না পান সন্ধান।
উচিত এখান হতে করিতে প্রস্থান॥
উঠিল কোটালগণ পলায় কুরঙ্গ।
দেখহ কোটালগণ কুরঙ্গের রঙ্গ॥
কুমদের বাণী শুনি দেখিছে সকলে।
না পায় দেখিতে মৃগ যায় সবে চলে॥
রায় বলে একি হেরি কাননেতে রঙ্গ।
দেখিলাম আজি আমি স্বর্ণের কুরঙ্গ॥
নিশাচরী হবে বুঝি হয় অনুমান।
ত্বরায় উচিত হয় ত্যজিতে এ স্থান॥
বলেছিল যোগীবর মোরে যে বচন।
সেই বাক্য আজি মোর হল হে স্মরণ॥
আগেতে তাহার বাণী করিনে প্রত্যয়।
দেখিলাম তাহা আমি অসম্ভব নয়॥
এইরূপে এড়াইয়া কত কত স্থান।
উপনীত হল শেষে যোগী সন্নিধান॥
পূর্ব্বমত যোগীবর আছেন যোগেতে।
দেখিয়া কুমদ রায় ভাসেন সুখেতে॥
যতেক কোটালগণে নত করে শীর।
ইঙ্গিতে বসিতে সবে কহিলেন ধীর॥

কুমদমোহন রায় করিল প্রণাম।
কৃপা কর যেন হয় পূর্ণ মনস্কাম॥
দেখিয়া কোটালগণ করে অনুমান।
সামান্যত নয় যোগী এই হয় জ্ঞান॥
ইহার কাছেতে পাব এর পরিচয়।
জানে যোগীবর হবে যথায় আলয়॥
কেহ বলে দেবতা গন্ধর্ব্ব কিবা নর।
এইরূপে অনুমান করে পরস্পর॥
পিরীতের না পায়ে অন্ত শান্ত করি মন।
রাজকৃষ্ণ ভাবে কৃষ্ণ হৃদে সর্ব্বক্ষণ॥

যোগীর সহিত কুমদের কথোপকথন।

ধ্যানে হতে উঠি যোগী কহেন রাজনে।
পুনঃ বাছা তুমি হেথা এলে কি কারণে॥
এত দিন কোথা ছিলে কহ বিবরণ।
কি কারণ হেরি এত বিরস বদন॥
সবিশেষ বিচরিত্র শুনিতে বাসনা।
প্রবঞ্চনা মোরে বাছা করোনা করোনা॥
তোমার মঙ্গলে হয় আমার মঙ্গল।
শুনিলে তোমার দুঃখ নেত্রে বহে জল॥
কি কব তোমারে আমি যত ভাল বাসি।
হেরিতে তোমারে বাছা সদা অভিলাষী॥
কাম্পিল নগরে করে ছিলে কি গমন।
কহ শুনি চন্দ্রচূড় কেমন রাজন॥
হেরেছ [illegible] কি গো তাহার নন্দিনী।
কেমন [illegible] কহ কুমারী কামিনী॥

বিত্তা কি হয়েছে শুার কুমদমোহন।
বিচারে জিনিয়া তারে নিলে কোন জন ॥
রায় বলে মহাশয় কর অবধান।
বিবরিয়া কহি শুন তব সন্নিধান ॥
এক দিন ছিলাম গো কাম্পিল নগরে।
বাসা করি থাকিতাম বিমলার ঘরে ॥
সেই মিলাইয়া দিল নৃপের কুমারী।
তাহার বিরহ জ্বালা সহিতে না পারি ॥
কামিনীর রূপ আমি হেরি যে নিয়ত।
না হেরে তাহারে প্রাণ হলো ওষ্ঠাগত ॥
যাইতাম নিশি যোগে নিত্য তার বাসে।
নারী বেশে থাকিতাম কামিনীর পাশে ॥
এইরূপে নিত্য নিশি করিয়া যাপন।
প্রকাশিয়া কহি শুন দৈবের ঘটন ॥
এক নিশি কুতুহলে মাতিয়া তরঙ্গে।
দুজনে ছিলাম মোরা কৌতুক তরঙ্গে ॥
সুখ নিশি পোহাইল দুঃখ রবি আসি।
কুউদিত নৃপ বাসে লয়ে দুঃখ রাশি ॥
কলঙ্ক কিরণে তার আচ্ছাদিত করে।
দুজনায় ডুবাইল কলঙ্ক সাগরে ॥
অনঙ্গমঞ্জরী সে রবির রাহুগ্রহ।
তাহার গ্রহণে রায় দিলেন নিগ্রহ ॥
জমাদার করে হল ধরিলেক করে।
বাঁধিয়া যুগল করে লয়ে গেল ধরে ॥
না জানি এমন হবে দৈবের ঘটনা।
কোটালের কটু গালি না হয় বর্ণনা ॥

যে যাতনা সহেছি গো কব কি কৌতুক।
শয়নে সপনে মনে পড়ে তার মুখ॥
অতএব কৃপাময় হও সানুকুল।
কৃপা করে তুমি মোরে যদি দাও কুল॥
তা হলে বাঁচিবে প্রাণ পাব পরিত্রাণ।
নতুবা ভূপতি মোর বধিবেক প্রাণ॥
তব তুল্য মৈত্র মম নাহিক সংসারে।
এবার বিপদে তুমি বাঁচাও আমারে॥
নৃপের আলয়ে চল তুমি কৃপা করি।
নাহি যদি যাও তবে আমি প্রাণে মরি॥
শুনিয়া কহেন যোগী ভেবনা রাজন।
তব লাগি যায় যদি আমার জীবন॥
তথাপি তোমারে কেহ নারিবে বধিতে।
হবেনা হবেনা রায় যাতনা সহিতে॥
ঘুচাইব তব দুঃখ যাইব আপনি।
কামিনী পাইবে তুমি শুন গুণমণি॥
নিশ্চয় জানিও ইহা নাহি কর ডর।
অবশ্য যাইব আমি কাম্পিল নগর॥
হৃদয়ে কৃষ্ণের পদ ভাবি মনে মনে।
পয়ার প্রবন্ধে রাজকৃষ্ণ ঘোষ ভনে॥

কুমদের সহিত যোগীর রাজ সভায় উপনীত।

কুমদের বিনয়েতে তুষ্ট যোগীবর।
বলে বাছা চল যাই কাম্পিল নগর॥
সুত সম ভাল বাসি তোমারে রাজন।
শুনিয়া তোমার দুঃখ বিষাদিত মন॥

কুমদ কহিছে প্রভু তুমি দয়াময়।
বিপদে পড়িলে তুমি দিও পদাশ্রয়॥
এড়াইয়া কত স্থান শেষে যোগীবর।
উপনীত হল গিয়া কাম্পিল নগর॥
কুমদে কহেন যোগী শুন বাছাধন।
কোথায় নৃপের বাস কহ বিবরণ॥
রায় বলে মহাশয় কিঞ্চিৎ দূরেতে।
নৃপের চিড়িয়াখানা ইহার পরেতে॥
তাহার ভিতরে আছে যতেক বিহঙ্গ।
বন যন্তু আছে কত ভুজঙ্গ কুরঙ্গ॥
তাহার পশ্চাতে ধীর নৃপের আলয়।
অতুলনা সেই পুরী তুলনা না হয়॥
চারি পার্শ্বে গড় তার অতি মনোহর।
তথায় থাকেন নৃপ শুন গুণাকর॥
উপনীত হন যোগী নৃপের সভায়।
মহা সমাদরে রায় সভাতে বসায়॥
সভাস্থ সকল লোক নত করে শির।
যোগী কন থাক সুখে পাশে নৃপতির॥
হরিষে হরহে কাল এই বাঞ্ছা করি।
পর সুখে সুখী আমি পর দুঃখে মরি॥
আজি বড় শুভ দিন কহেন রাজন।
জুড়াল তাপিত প্রাণ হেরে শ্রীচরণ॥
সদত বাসনা পদ হেরি গো নিয়ত।
কৃপাকর যোগীবর আমি জ্ঞান হত॥
আর এক নিবেদন করি সন্নিধানে।
চোরের কি নাম হয় বাস কোন স্থানে।

কিবা জাতি কার বেটা জানেন বিশেষ।
কাটিলে উহারে দুঃখ নাহি হয় শেষ॥
যে কর্ম্ম করেছি মোর না হয় বর্ণনা।
আমার অন্দরে চুরি করিয়া ছলনা॥
শিখাইতাম উহারে করি কি উপায়।
নাচারে পড়েছি প্রভু ভেবে প্রাণ যায়॥
কলঙ্ক ঘুচাতে গিয়া কলঙ্ক কিনিব।
হৃদয়ের ধন তার দুঃখ কি দেখিব॥
কেমনে রহিব বল হইয়া নিষ্ঠুর।
ক্রোধেতে কাঁপিছে অঙ্গ জনক ঠাকুর॥
কেন বা না কহি মোরে করিলে এ কায।
ইহাতে কাটিলে ওরে নাহি কোন লাজ॥
যে যেমন কর্ম্ম করে তার দণ্ড আছে।
ক্রোধেতে করিয়া কর্ম্ম পস্তাইব পাছে॥
কর্ম্ম দোষে নিজ নাম হীন অতিশয়।
আপন কার্য্যেতে শ্রেষ্ঠ ব্যক্ত বিশ্বময়॥
যোগী কন শুন রায় কহি পরিচয়।
কুমদমোহন নাম সুরাট আলয়॥
সুরেশচন্দ্র নৃপতির কনিষ্ঠ নন্দন।
বন্ধুর বিচ্ছেদে ইনি ত্যজিয়া ভবন॥
নিরাহারে ভ্রমিতেন কাননে কাননে।
দৈব যোগে উপনীত আমার সদনে॥
কহিয়াছিলাম ওরে তোমার কাহিনী।
কামিনী নামেতে আছে তাহার নন্দিনী॥
বিচারে পণ্ডিত বড় নবিনে সে ধনী।
জিনিলে তোমারে তারে দিবে নৃপমণি॥

কাম্পিল নগরে বাস সুবিখ্যাত নাম।
তাহার সভাতে তুমি যাও গুণ ধাম॥
বিচারে হইবে জয় নৃপের সভায়।
শুভাসনে দিবে বিভা চন্দ্রচূড় রায়॥
কিছু দিন থাকি তথা যাবে নিজ বাসে।
পাঠায়েছিলাম আমি এই অভিলাষে॥
পরম পণ্ডিত রায় কুমদমোহন।
তব শুভাসনে বিভা দাও হে রাজন॥
ইহাতে নাহিক লাজ নৃপের তনয়।
উহারে কামিনী দিতে উপযুক্ত হয়॥
গোপনে করেছে কায না কহি তোমারে।
এই মাত্র দোষ নৃপ ক্ষমহে উহারে॥
জামতার যজ্ঞ বটে চায়ে দেখ রায়।
নাহিক তনয়া মোর কি করি উপায়॥
আহা মরি কিবা হাসি না দেখি স্বরূপ।
কুমদমোহনে কন্যা দান কর ভূপ॥
রাজা বলে মহাশয় করি নিবেদন।
ক্রোধ আসি সদা মোরে কর নিবারণ॥
আপনার বাক্য আমি লঙ্ঘিতে না পারি।
অবশ্য কুমদে আমি দিব হে কুমারী॥
কুমদমোহনে রায় কহেন যতনে।
কেনবা করিলে তুমি না কহে গোপনে॥
নিজ দোষে পেলে তুমি তার প্রতিফল।
কুমদ কহিছে প্রভু সে মম মঙ্গল॥
বারেক হেরিলে তারে দুঃখ দূরে যাবে।
সে যে প্রাণাধিক ধন আমারে সে পাবে।

রাজকৃষ্ণ ভাবে কৃষ্ণ সতত অন্তরে।
দীননাথ কর পার এ ভব সাগরে॥

কুমদ কামিনীর রাজা কর্ত্তৃক বিবাহ

যোগীর বচনে তুষ্ট হইয়ে রাজন।
কামিনীর বিবাহের করে আয়োজন॥
পাত্র মিত্রগণে ক্রম নিমন্ত্রিতে সবে।
শুভ দিন শুভক্ষণে শুভকর্ম্ম হবে॥
রীতমিত আছে যাহা না করিলে নয়।
গাত্রেতে হরিদ্রা পরে দুজনার হয়॥
রামাগণ আসি সবে হরিদ্রা মাথায়।
পুলকে পূর্ণিত হলো হেরে দুজনায়॥
এয়োগণ উলুধ্বনি দেয় অবিরত।
সুখ নিশি সুউদিত দুঃখ নিশি গত॥
বিবাহের দিন স্থির হলো লগ্ন মতে।
কন্যা দান মহীপাল করেন সে মতে॥
নিমন্ত্রিতগণ আসি হলো উপনীত।
দ্বিজগণে চিন্তা করে নৃপতির হিত॥
পাত্র মিত্রগণ আদি যতেক আমাত্য।
সভাস্থ হইল সবে হইয়ে কৃতার্থ॥
নানা শব্দে বাজিতেছে বিবিধ বাজনা।
কালয়াত গুণিগণ কত শত জনা॥
বাজিকর বাজী করে অতি চমৎকার।
সে কথা কহিতে গেলে বর্ণিতে অপার॥
পুরোহিত মন্ত্র বলে শাস্ত্রের বচন।
সম্প্রদান করে নৃপ রজত কাঞ্চন॥

বিবাহ নির্ব্বাহ হলো পরে স্ত্রী আচার।
বাসর গৃহেতে যান নৃপের কুমার॥
যত পুরবাসীগণে করিছে কৌতুক।
দূরে গেল মন দুঃখ উথলিল সুখ॥
দুজনার মন দুঃখ ছিল যত মনে।
বিচ্ছেদ মিলন হলো শুভ সেইক্ষণে॥
জ্ঞাতি বন্ধু আদি করি যত মিত্রগণ।
সুখেতে সকলে রাজা করাণ ভোজন॥
ভোজনান্তে নিজ বাসে সবে যায় চলে।
ভূধরের যশ ব্যাখ্যা করিয়ে সকলে॥
কুমদিনী কুমদের উদিতে হরিবে।
হেরিয়া যুগল নেত্রে হরিষে বরিষে॥
রামাগণ তারাগণ রয়েছে ঘেরিয়া।
রতি রতি পতি যিনি যুড়ায় হেরিয়া॥
বাসর সুশয্যা করে সকলে যতনে।
হাস্য পরিহাস্য করে কুমদের সনে॥
সম্ভাস্থ সকলগণ কামিনীর দল।
কামিনীর বাসে সবে করে কোলাহল।
পালঙ্ক উপরে বসে কুমদমোহন।
মহিষী আইল তথা করিতে বরণ॥
বরণ করিয়ে রাণী যান নিজ বাসে।
রামাগণ নৃপসুতে বিনয়ে সম্ভাষে॥
কামিনী কহিছে নাথ নাহি ছিল মনে।
পুনঃ মোর দেখা হবে আর তব সনে॥
নিয়ত নেত্রের নীরে বক্ষ ভেষে যেত।
তব লাগি করেছিনু জীবনান্ত ব্রত॥

আশা রূপ নীর আমি করিয়ে ভক্ষণ।
করেছি হে প্রাণনাথ জীবন ধারণ॥
হৃদয়ের চাঁদ তুমি হওহে উদয়।
তব অদর্শনে হেরি সব কৃষ্ণময়॥
আনন্দ কীরণে নাথ নাশ দুঃখরাশি।
আমি চকরিনী তব সুধা অভিলাষী॥
বাক্যের তরঙ্গে হল অরুণ উদয়।
সে যে সভা কিবে শোভা বর্ণন না হয়॥
সুউদিত প্রভাকর লয়ে সুখ করে।
আনন্দেতে রামাগণ যান স্থানান্তরে॥

কুমদ কামিনীর রহাস্য।

নাগর নাগরী দোহে বিচ্ছেদে মিলনে।
ভাসিল দ্বিগুণ সুখে চেয়ে সঙ্গোপনে॥
নিয়ত কিঙ্করীগণ কাছে নিযোজিত।
কুমদ ভাবিছে বাসে যাইতে উচিত॥
কেমন আছেন মম জনক জননী।
মম লাগি কাঁদিতেছে দিবস রজনী॥
অতএব কহি প্রিয়ে যাইব আলয়।
চিত্রেতে আহিক সুখ দুঃখ সাতিশয়॥
কামিনী কহিছে নাথ যাব তব সনে।
কিছু কাল থাকি হেথা যাইব দুজনে॥
এতদিন ছিলে তুমি সদা মন দুঃখে।
এবে নাথ কিছু দিন থাক হেথা সুখে॥
রায় বলে রসবতী নারিব রহিতে।
ব্যাকুল হয়েছে প্রাণ না পারি থাকিতে॥

নিতান্ত তোমার যদি থাকিতে বাসনা।
তবে মোরে বিধুমুখী করোনা ছলনা॥
পুনর্ব্বার আসি আমি যাইব লইয়া।
ত্বরায় বিদায় কর রাজনে কহিয়া॥
ধনী বলে প্রাণনাথ এ আর কেমন।
কেমনে নিষ্ঠুর হয়ে কহিলে বচন॥
তুমি মম ধন প্রাণ গুণের সাগর।
আমারে ত্যজিয়া যাবে সুরাট নগর॥
নাহি তব দয়া ধর্ম্ম একি হেরি ধারা।
হেরিয়া তোমার ধারা নেত্রে বহে ধারা॥
তোমার কি ক্ষতি নাথ পাইবে নূতন।
আমার হইতে আর করিবে যতন॥
যে দুঃখ সে হবে মোর কব কি তোমারে।
তোমার যুড়াবে প্রাণ হেরিয়া তাহারে॥
কিন্তু অধিনীর প্রাণ নহে তব মত।
তোমা বিনে অন্য জনে নাহি মন রত॥
কহি শুন গুণনিধি যাবে নিকেতনে।
তবে মোরে কৃপা করে লয়ে যেও সনে॥
তব অদর্শনে আমি ত্যজিব জীবন।
নিয়ত বাঞ্ছিত চিত্ত হেরি সর্ব্বক্ষণ॥
পুরাতন হলে নাথ যতন কে করে।
নুতনে নুতনে সদা রাখে সমাদরে॥
প্রথম মিলন হলে যত সুখোদয়।
কিঞ্চিৎ পরেতে দেখ নাহি তত রয়॥
কুমদ কহিছে ধনী কর না ছলনা।
রাজকুঞ্জে কর দয়া করাল বদনা॥

কুমদমোহনের রাজার নিকটে স্বদেশে যাইবার প্রার্থনা।

প্রভাতে উঠিল নৃপ হরিষ অন্তরে।
কুমদে বসান কাছে পরম আদরে॥
গুরু পুরোহিত আদি সবার সদনে।
জামতারে কন রায় বিনয় বচনে॥
কিছু দিন থাক বাছা আমার নগরে।
অন্তরের ধন তুমি রাখিব অন্তরে॥
কামিনীরে দিয়ে আমি পেয়েছি তোমারে।
অন্তরে যেওনা কভু ভুলায়ে আমারে॥
কুমদ কহিছে শুন করি নিবেদন।
গত রজনীতে আমি দেখেছি স্বপন॥
জনক জননী মম পড়ে ধরাসনে।
শ্রাবণের ধারা সম বহিছে নয়নে॥
তাহার কারণে সদা আছি মন দুঃখে।
বাসনা যাইব বাসে পরম কৌতুকে॥
বিদায় আমারে কর নৃপ মহাশয়।
জ্বর জ্বর কলেবর কষ্ট গাতিশয়॥
বহু দিন হল আমি তেজে আসি বাস।
কানন ভিতরে গিয়া থাকি অষ্ট মাস॥
তথা হতে তব বাসে আছি কিছু কাল।
ত্বরায় বিদায় দেহ মোরে মহীপাল॥
নিতান্ত যাইব বাসে করেছি বাসনা।
যে দুঃখ পেতেছি প্রাণে না হয় বর্ণনা॥
রায় বলে বাছাধন শান্ত কর মন।
তাহার কারণ কেন এত উচাটন॥

দৈবের ঘটনা যাহা হয়েছে ঘটনা।
ক্ষমিবে আমারে তুমি তা ভাবি তেজনা॥
এই সদা চিত্তে সাধ লোচন ভরিয়া।
দিবা বিভাবরি হেরি সদনে রাখিয়া॥
কিঞ্চিৎ বিনয় কর আনায়ে আচার্য্য।
বাসেতে যাত্রার দিবা করাইব ধার্য্য॥
কোতয়াল চোপদার যতেক আমার।
রাখিয়ে আসিবে গিয়া আলয়ে তোমার॥
রায় বলে মহাশয় কি কায কিঙ্করে।
কিঞ্চিৎ নাহিক ডর তব কৃপা মোরে॥
যাইব অনেক পথ এই সদা ডরি।
ইহার কারণে চাহি দিতে হে প্রহরি॥
সভাস্থ সকলগণে আদেশিল রায়।
আনিবারে গৃহাচার্য্য তাহার সভায়॥
আনিবারে চোপদার যতেক চলিল।
আনিয়া আচার্য্য সবে হুজুরে ভেটিল॥
নৃপ কন গৃহাচার্য্য দিবা কর স্থির।
জামতা যাবেন বাসে হয়েছে অস্থির॥
শুভ দিনে শুভ ক্ষণ দেখ শুভ তারা।
বিচারিয়া দেখ সবে কেবা কোথা তারা॥
জ্যোতিষের মতে দিবা কর নিরূপণ।
যে যোগে করিলে যাত্রা অসাধ্য সাধন॥
এমত দিবস দেখ করিয়া গণনা।
যে যাত্রায় নাহি ঘটে বিপদ ঘটনা॥
গৃহাচার্য্য কন নৃপ করি নিবেদন।
গত কল্য শুভদিন অতি শুভক্ষণ॥

চন্দ্র তারা শুভ আছে উত্তম বাসর।
উক্ত দিবা কর স্থির তুমি নৃপবর॥
যাত্রায় সুফল হবে শাস্ত্রের বচন।
উক্ত দিনে জামতারে পাঠাবে ভবন॥
অত্যন্ত উষান্তে যাত্রা করিছে বিধান।
যেবা ইচ্ছা নরবর কর প্রণিধান॥
রাজকৃষ্ণ ঘোষ ভনে রচিয়া পয়ার।
কুমদমোহন বাসে যাইবে এবার॥

কামিনী সহিত কুমদমোহনের বিদায়

সভা করি বসিলেন চন্দ্রচূড় রায়।
পাত্র মিত্রগণ আদি লইয়া সবায়॥
কোতয়াল চোপদার কাতারে কাতার।
দাণ্ডাইল সবে মেলি সদনে রাজার॥
নকিব ফুকারে সদা হরিষ অন্তরে।
কোলাহল জয়ধ্বনি সকলেতে করে॥
পাত্র মিত্র গণে রায় কহেন তখন।
কুমদে ভাণ্ডার হতে দেহ বহু ধন॥
রজত কাঞ্চন আনি ভূষণ প্রবল।
কুমদমোহনে দিতে কহেন ভূপাল॥
আনিল কিঙ্কর গণে নৃপের আদেশে।
নিযোজিল অবিরত বিশেষে বিশেষে॥
মল্লিকা মালতী দুই সঙ্গে দাসী দিল।
কুমদমোহন রায় তুষিতে লাগিল॥
তুমি মর্ম্ম ধন প্রাণ দেখ রেখ মনে।
তোমা সম কেহ নাই এতিন ভুবনে॥

পুনঃ মম ধামে কবে হবে আগমন।
প্রকাশিয়া কহ শুনি নৃপের নন্দন॥
রায় বলে মহাশয় তোমার তনয়।
হেরিতে বাসনা সদা তব পদোদয়॥
প্রাণের অধিক মম কুমারী কামিনী।
যাহারে না হেরে ভাবি দিবসে যামিনী॥
তাহারে তোমারে বাছা করেছে অর্পণ।
দেখ রেখ গুণমণি আমার জীবন॥
করি অশ্ব আদি তরি যেবা ইচ্ছা হয়।
বল তুমি বাছা কিসে যাইবে আলয়॥
কুমদ কহেন নৃপ করি নিবেদন।
তরি আরোহণে বাসে করিব গমন॥
তা হলে ত্বরায় উপনীত হব গিয়া।
সহেনা বিলম্ব দেহ বিদায় করিয়া॥
শুনিয়া কহেন নৃপ ডাকিয়ে কিঙ্করে।
নাবিক গণেরে যাও আন ত্বরা করে॥
আজ্ঞা মাত্রে দূতগণ চলিল তখন।
আনিল নাবিক গণে নৃপের সদন॥
নৃপ কন কর্ণধারে আনিতে তরণী।
জামতা বাসেতে মম যাবেন এখনি॥
সুরাট নগরে লয়ে যাইবে তথায়।
সাবধান করি তরি বাহিবে ত্বরায়॥
কুমদ প্রণাম করে রাজারে রাণীরে।
দুর্গা দুর্গা বলি আন বাটীর বাহিরে॥
কামিনীর করে ধরি মাহষী কহিছে।
অবিরত শত ধারা নয়নে বহিছে॥

কেমনে রহিব আমি না হেরে তোমারে।
জননী বলিয়া কেগো ডাকিবে আমারে॥
শূন্য পুরী করে মম যাইবে জননী।
মন দুঃখে রব আমি দিবস রজনী॥
শুনিলে তোমার ধ্বনী ভাষিতাম সুখে।
এবে যাবে চলে তুমি ভাসাইয়া দুঃখে॥
অন্ধের নয়ন তুমি দারিদ্রের ধন।
হৃদয়ের ধন তুমি অমূল্য রতন॥
বারেক না হেরিলে গণিতাম প্রমাদ।
এখন সে সাধে মম ঘটিল বিসাদ॥
কামিনী বিনয় করি কহিছে রাণীরে।
ভাসিতেছে বিধুমুখী নয়নের নীরে॥
ভেবনা জননী তুমি হওনা কাতর।
আসিব এখানে পুনঃ কিছু দিন পর॥
প্রবোধিয়া জননীরে নত করে শীর।
হর্ষ মনে যায় ধনী বাটীর বাহির॥
মহাপা হইতে দোঁহে উঠিল ত্বরিতে।
নৌকা বাহি গণে তরি খুলিল ত্বরিতে॥
বাহিতে লাগিল তরি দিবস রজনী।
অষ্ট দিনে কাশীধামে পঁহুছিল তরণী॥
কর্ণধারে কন রায় হরিশ অন্তরে।
বাসনা হেরিব গিয়া দেব বিশ্বেসরে॥
এই স্থানে রাখ তরি শুন বাছা ধন।
কিছু দিন এই স্থানে করিব যাপন॥
কাশীধামে উপনীত নৃপের কুমার।
রাজকৃষ্ণ ঘোষ কয় রচিয়া পয়ার॥

কুমদ কামিনীর কাশীধামে উপনীত ও মণি নাপিতিনি সহিত কুমদের সাক্ষাৎ।

তরি হতে নৃপ সুত উঠিয়া সত্বর।
হেরিবারে চলিলেন দেব বিশ্বেসর॥
যুগলে যুগল রূপ করে দরশন।
ভ্রমিতেছে কাশীধামে বাসার কারণ॥
হেনকালে নাপিতিনী আইল তথায়।
হেরিয়া কুমদে ধনী বিনয়ে সুধায়॥
কি কারণ ভ্রমিতেছ হেরি দ্বারে দ্বারে।
প্রকাশিয়া কহ মোরে তত্ত্ব কর কারে॥
এদেশী নাহিক হবে করি অনুমান।
অনুভাবে বুঝি তুমি ধনির সন্তান॥
আমারে কহিলে পাবে সব সমাচার।
কিবা আস কোথা বাস কহহে তোমার॥
কুমদ কহিছে শুন মম পরিচয়।
কুমদমোহন নাম সুরাটে আলয়॥
অদ্য আসিয়াছি হেথা বাসা নাহি পাই।
বাসার কারণে মোরা ফিরি ঠাঁই ঠাঁই॥
মিলাইয়া দেহ বাসা করুণা প্রকাশি।
আমি তব সুত সম তুমি মম মাসী॥
মণি বলে গুণাকর তুমি ভাগ্যধর।
কৃপা করে চল যদি কিঞ্চিৎ অন্তর॥
তা হলে পারিব দিতে উত্তম আলয়।
তথায় করিতে বাস তব যোগ্য হয়॥
তাহার দক্ষিণে হয় আমার ভবন।
নিয়ত হেরিব আমি গিয়া শ্রীচরণ॥

কুমদ কহেন চল যাইব তথায়।
কিছু দিন আছে আর থাকিতে হেথায়॥
এই রূপে চলিলেন কুমদমোহন।
মণির সঙ্গেতে জান বাসার কারণ॥
ধার্য্য করি তথা বাসা নৃপের কুমার।
ত্বরিতে তরিতে জান রায় পুনর্ব্বার॥
ডাকিয়া নাবিক গণে কহেন সত্বর।
তুলিতে সকল দ্রব্য স্থলের উপর॥
আজ্ঞা মাত্র তুলিলেক নৌকা বাহিগণে।
বাসাতে রাখিয়া এল সকলে যতনে॥
বস্ত্র ধন দিল সবে হরিষ অন্তরে।
যাইবারে বলে সবে কাম্পিল নগরে॥
তোমরা সকলে যাও নৃপের সদনে।
সবিশেষ বিবরণ কহিবে রাজনে॥
চলিল নাবিকগণ খুলিয়া তরণী।
বাহিতে লাগিল তরি দিবস রজনী॥
কুমদ কামিনী দোঁহে হরষিত মনে।
কাশী ধামে করে বাস আনন্দে দুজনে॥
এক দিন নৃপ সুত মণির মন্দিরে।
গিয়া ছিলেন দিবসে হেরিতে মণিরে॥
দৈবযোগে হেরিলেন এক চিত্রপট।
যাহাতে মজিল মন কুমদের চট॥
রায় বলে ওগো মাসী বল গো কাহিনী।
এই পটে লেখা রূপ কাহার নন্দিনী॥
মণি বলে বাছা ধন আছে তাতে লেখা।
পড়িলে পশ্চাতে তার পরে পাবে দেখা॥

প্রেমের না পায়ে অন্ত ভাবি হরি সার।
রাজকৃষ্ণ ঘোষ কয় রচিয়া পয়ার ।।

কুমদের আক্ষেপ ও মণির কিশোরীর নিকটে কুমদের পরিচয়।

পয়ার।

চিত্র পটে হেরে চিত্র হতেছে অস্থির।
সেই রূপ হলে মনে নেত্রে বহে নীর ।।
সেই মুখ হেরিবারে সদত বাসনা।
কৃপা করি দেহ দেখা সুধাংশু বদনা ।।
মণিরে কহেন রায় কহ বিবরণ।
কার চিত্র পট করিলাম দরশন ।।
মণি বলে নিবেদন করি নৃপবর।
ইন্দ্রকান্ত নামে আছে এক সদাগর ।।
তাহার নন্দিনী এই দেখ গুণমণি।
রমণীর শীরোমণি সে চাঁদবদনী ।।
সেই ধরা যাবে ধন্য হবে যেই পতি।
কত সুখে সেই জন ভুঞ্জিবেক রতি ।।
নাম তার কিশোরী সে পরমা রূপসী।
তার রূপ হেরে শশী ভূমে পরে খসি ।।
সেইরূপ বারেক যে হেরেছে নয়নে।
কটাক্ষ শরেতে তারে বিধেছে যতনে ।।
রায় বলে সে ধনীরে হেরিব কেমনে।
সদত জাগিছে মম সেইরূপ মনে ।।
চিত্র পটে হেরে চিত্র হতেছে চঞ্চল।
সেইরূপ হলে মনে নেত্রে বহে জল ।।

কেমনে হেরিব বল করি কি উপায়।
মিলন অভাবে ভেবে ভেবে প্রাণ যায়॥
নাপিতিনী বলে কহি শুন হে রাজন।
তব বাসা হতে তারে করাব দর্শন॥
নিত্য হে আল্‌তা দিতে যাই তার পায়।
অন্ত গিয়া তার বাসে দেখাব তোমায়॥
যথোচিত ভাল বাসে আমারে সে ধনী।
আমি আমি বলে মোরে তাহার জননী॥
সে আমারে মাসী বলে করুণা প্রকাশি।
প্রাণের অধিক আমি তারে ভাল বাসি॥
তোমার কুট্টিম পরে থাকিবে যতনে।
তাহার কুট্টিমে মোরা থাকিব দুজনে॥
ত্বরা করি তার বাসে যাও আগে মাসী।
হেরিলে তাহারে আমি আনন্দেতে ভাসী॥
নতুবা ত্যজিব প্রাণ তাহার কারণে।
নিয়ত বাঞ্ছিত চিত হেরিতে নয়নে॥
মণি বলে চলিলাম কিশোরীর কাছে।
কিন্তু বাসি মনে ডর ব্যক্ত হয় পাছে॥
ইন্দ্রকান্ত নহে শান্ত কৃতান্ত সমান।
এ কথা শুনিলে কর্ণে বধিবে পরাণ॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া ধনী যায় তাড়াতাড়ি।
উপনীত হলো যথা সাধুর কুমারী॥
দেখিল কিশোরী গৃহে আছেন শয়নে।
কিশোরী কিশোরী বলে ডাকিছে যতনে॥
শুনিয়া মণির ধনী উঠিল কিশোরী।
মণি বলে বাছা তব দুঃখ ভেবে মরি॥

চারি দিন হলো আজি দেখিনী তোমারে।
যে দুঃখে ছিলাম আমি নারি বর্ণিবারে॥
সুরাট নগরে বাস নৃপের কুমার।
কুমদমোহন নাম বাসা কাছে তার॥
মাসী মাসী বলে মোরে বড় রূপবান।
অবনীতে নাহি হেরি তাহার সমান॥
কিবা স্বর পিঙ্গরত্ত শুনিয়া পলায়।
হেরিলে তাহার আঁখি মৃগ লাজ পায়॥
অন্তরে হেরিলে তারে জ্ঞান হয় শশী।
গগণের শশী ভূমে পড়িয়াছে খসি॥
ধনু সম দুই ভুরু কিবা তার হাসি।
হেরিলে তাহারে মন বাসে হতে দাসী॥
কুমদের হেরে রূপ রাজকৃষ্ণ কয়।
দীননাথ দীনবন্ধু দিও পদাশ্রয়॥

কুমদের কিশোরীর সহিত মিলন ও কিশোরীর আক্ষেপ

কুমদের রূপ শুনি ভাবিছে কিশোরী।
মাসিরে কহিছে মাসী উপায় কি করি॥
কেমনে হেরিব তারে বল গো আমায়।
না হেরিলে তার রূপ ভেবে প্রাণ যায়॥
কি কথা কহিলে মাসী হৃদয় বিদরে।
মিলন বিহনে মন ধৈরজ না ধরে॥
একে অভাগিনী তাহে চির বিরহিণী।
আমার সমান কেহ নাহি অনাথিনী॥
যৌবন হইল গত বিভা নাহি হলো।
প্রেমের মালঞ্চে তরু বারি বিনে মল॥

তাহে কোকীলের স্বর শর জ্ঞান হয়।
বুকে দুঃখ মুখে হাসী প্রাণে নাহি শয়॥
মণি বলে বিনোদিনী তোমার বিরহে।
অহর্নিশি তার প্রাণ অহ রহ দহে॥
চিত্রপটে তব রূপ করে দরশন।
চিত্রেতে নাহিক সুখ বিষাদিত মন॥
সান্ত্বনা করিয়া তারে রাখিয়া ভবনে॥
তোমারে দেখাব বলে এসেছি যতনে॥
আশাবারি করে প্রাণ আশা করে ভর।
তব আশে পথ চাহি আছে নিরন্তর॥
এই তব বালাখানা বাটীর উপরে।
সাধ থাকে হেরিবারে চল মন চোরে॥
তথা গিয়া গবাক্ষপথে দেখিবে নয়নে।
দুজনের যাবে দুঃখ হেরিয়া দুজনে॥
সে আছে কুট্টিম পরে আশে হেরিবারে
তাই আসিয়াছি হেথা কহিতে তোমারে।
কিশোরী কহিছে মাসী হেন দিন হবে।
বিধি কি মিলায়ে দিবে রসের অর্ণবে॥
চল চল তবে যাই জীবন জুড়াই।
সে আমার ধন প্রাণ যদি তারে পাই॥
অন্ধেতে নয়ন পেলে যত সুখোদয়।
আমার হৃদয়ে হবে পূর্ণ চন্দ্রোদয়॥
দুই স্থানে দুই জনে রাখিয়া গোপনে।
মণি দেখাইয়া দিল কুমদমোহনে॥
ভাবিছে দুজনে হেরে দুজনার রূপ।
কিশোরী কহিছে মাসী না দেখি স্বরূপ॥

আহা মরি ওরে বিধি গড়েছে নির্জ্জনে।
হৃদয়ের ধনে সদা রাখিব যতনে॥
রুমাল লইয়া করে নৃপের কুমার।
ধনীরে ইঙ্গিতে কন অধীন তোমার॥
তব প্রেমে মজিলাম দেখ রেখ ধনী।
ত্যজনা ত্যজনা মোরে সুধাংশুবদনী॥
অঞ্চলে ইঙ্গিত করে কহিছে কিশোরী।
হৃদয়ের ধন এস হৃদে কৃপা করি॥
তোমারে জীবন সঁপে যুড়াইব প্রাণ।
তুমি মম ধন প্রাণ তুমি ধ্যান জ্ঞান॥
দুজনের প্রেমে মজে ভাবিছে দুজনে।
হেরিয়া গোপনে রাজকৃষ্ণ ঘোষ ভনে॥

কুমদের নিকটে কিশোরীর স্বর্ণের বাঁশী প্রেরণ ও কুমদের
নিশিতে কিশোরীর বাসে গমন।

পয়ার।

সুবর্ণের বাঁশী এক কিশোরী যতনে।
মণিরে দিলেন দিতে কুমদমোহনে॥
নিত্য যামিনীতে তারে আনিবে এখানে।
তুমি তিনি ভিন্ন যেন অন্য নাহি জানে॥
কহিবে তাহারে করিতে বংশীর ধনী।
আসিবার কালে মম বাসে গুণমণি॥
শুনিলে বাঁশীর ধনী গবাক্ষের দ্বারে।
রজ্জু ফেলি দিয়ে তুলি লইব তাহারে॥
বাঁশী লয়ে নাপিতিনী চলিল ভবনে।
কিশোরীরে তুষি যায় বিনয় বচনে॥

মণিরে বিদায় দিয়ে ভাবিছে কিশোরী।
কতক্ষণে সুউদিত হবে বিভাবরী॥
কেমনে হেরিব আমি সেই গুণাকরে।
না হেরে তাহারে মোর হৃদয় বিদরে॥
মণি গিয়ে উপনীত হলো নিজ বাসে।
কুমদ ধনীরে ডাকি বিনয়ে জিজ্ঞাসে॥
কি বলিলে কহ মাসী সে বিধুবদনী।
মিলন বিহনে আছি মণিহারা ফণী॥
নিবেদন করি শুন নৃপের নন্দন।
নিশিতে তাহার বাসে করিতে গমন॥
তোমারে কহেছে মোরে করিয়ে বিনয়।
তার চিহ্ন বাঁশী এই দেখ মহাশয়॥
গোপনে নিশিতে গিয়া বাজাবে বাঁশরী।
শুনিলে বাঁশীর ধনী আসিবে কিশোরী॥
এই বাক্য কহি মোরে পাঠালে সে ধনী।
তার চিহ্ন বাঁশী এই লহ গুণমণি॥
চলিলাম আমি বাসে নিশিতে আসিব।
দুজনার মন দুঃখ আজি ঘুচাইব॥
বিদায় হইয়া মণি যায় নিকেতনে।
কুমদ ভাবিছে মনে যাইব কেমনে॥
কখন হইবে অস্ত আজি দীনমণি।
কতক্ষণে আজি হবে উদয় রজনী॥
বারেক হেরিয়া মন করেছে হরণ।
মিলন বিহনে মোর দহিছে জীবন॥
ওহে নিশাকর তুমি হও হে সদয়।
মিলাইয়া দেহ তারে হইয়ে উদয়॥

তপন তাপেতে তনু হলো জর জর।
কিশোরী বিহনে প্রাণ দহে নিরান্তর॥
কিশোরীরে নাহি হেরে হেরি শূন্য ময়।
তার অদর্শন বাণে বিদীর্ণ হৃদয়॥
এইরূপে ক্রমে অস্ত হলো প্রভাকর।
সুউদিত সুধাকর লয়ে সুখকর॥
হেরিয়ে রজনী দোঁহে সুখেতে ভাষিছে।
কিশোরী নাথের আশে নিয়ত ভাবিছে॥
কুমদ সুসাজ করি বাঁশী লয়ে করে।
মণিরে ডাকিতেছেন হরিষ অন্তরে॥
এস মাসী চল যাই যুড়াতে জীবন।
শুনিলে তাহার ধনী যুড়াবে শ্রবণ॥
মণি বলে কহি শুন নৃপের তনয়।
উতলার কর্ম্ম বাছা এ সকল নয়॥
সঙ্গোপনে দুই জনে যাইব যতনে।
দেখ বাছা যেন নাহি জানে অন্য জনে॥
কিঞ্চিৎ বিলম্ব কর কিঞ্চিৎ রজনী।
হইলে তাহার বাসে যাব গুণমণি॥
সদাগরে সদা ডরি পাছে ব্যক্ত হয়।
তাহার কারণে মোর চিন্তা অতিশয়॥
কুমদ না শুনে মানা কহে মাসী চল।
না হেরে সে বিনোদিনী নেত্রে বহে জল॥
সে আছে আমার আশে চাহি আশা পথে
ত্রিভুবনে কেহ নাই মোর তোমা হতে॥
মণিরে লইয়া সঙ্গে কুমদমোহন।
কিশোরীর নিকেতনে করেন গমন॥

গবাক্ষের দ্বারে গিয়া বাজান বাঁশরী।
কুমদে যতনে তুলি লইল কিশোরী॥
আনন্দে মাতিল দোঁহে হেরিয়া দুজনে
পয়ার প্রবন্ধে রাজকৃষ্ণ ঘোষ ভণে॥

কুমদ কিশোরীর রহাস্য ও বিবাহ।

কুমদের করে ধরি যতনে কিশোরী।
বসিলেন লয়ে তারে সিংহাসনোপরি॥
গন্ধর্ব্ব বিবাহ করে করে আঁখি ঠার।
সে সভা দেখিতে শোভা অতি চমৎকার॥
রতি রতি পতি সহ হলো উপনীত।
হেরিয়া যুগল রূপ ভাবে চমকিত॥
চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষি করি খুলি নিজ মালা।
কুমদের গলে দিল হাসি সাধু বালা॥
অদ্য হতে গুণনিধি হলে মম নাথ।
ত্যজিয়া যাওনা মোরে করিয়া অনাথ॥
তুমি মণি আমি ফণি অধিনী তোমার।
ত্রিভুবনে তোমা সম কেহ নাহি আর॥
তুমি মম ধন প্রাণ তুমি ধ্যান জ্ঞান।
তোমারে হারালে নাথ ত্যজিব এ প্রাণ॥
রায় বলে বিনোদিনী কর কেন খেদ।
তুমি আমি এক প্রাণ দেহ মাত্র ভেদ॥
জীবন না হলে অন্ত বিচ্ছেদ হবেনা।
ঘুচাইব মন দুঃখ যাতনা রবেনা॥
সভাস্থ সকলে গেল নিজ নিজ স্থান।
মণি বলে কহি দোঁহে কর অবধান॥

ঘটক বিদায় কর সভা ভঙ্গ হয়।
শুনিয়া দিলেন হার নৃপের তনয়॥
কিশোরী হাসিয়া কয় কুমদমোহনে।
অতি শুভ দিন আজি মম নিকেতনে॥
পূর্ণ শশধরে হেরি হৃদয় মাঝারে।
ধরি পায় রসরাজ ত্যজনা আমারে॥
মানসে প্রতিমা আমি করেছি নির্ম্মাণ।
বিচ্ছেদেরে গুণনিধি দিব বলিদান॥
যতনে আকিঞ্চনে সাজায়ে সারি সারি।
মানস নৈবিদ্য করি দিব ভক্তি বারি॥
আনন্দ সুগন্ধ পুষ্পে করিব পূজন।
দীপ ধূপ হবে মোর জীবন যৌবন॥
প্রণয় বসন সমাদরে পরাইব।
কুল মান অলঙ্কার অঙ্গে সাজাইব॥
বিবিধ বিধানে দেখ বিবিধ প্রকার।
বিবিধ ভূষণ মম বিবিধ বিহার॥
কহিলাম গুণধাম তোমার সদনে।
পুরাও মনের সাধ হেরিব নয়নে॥
বাসনার হে বাসনা পুরাও বাসনা।
বারেক দেখাও রূপ সাজিয়া অঙ্গনা॥
তা হলে যুড়াবে প্রাণ যাবে মন দুঃখ।
হৃদয়-কাননে বিকসিত হবে সুখ॥
রায় বলে সুধামুখী দেহ অভরণ।
রমণির রূপ আজি করিব ধারণ॥
পুরাব মনের সাধ সাজিয়া কামিনী।
বিচ্ছেদেরে বিসর্জ্জন দিব বিনোদিনী॥

অনঙ্গ হেরিয়া রঙ্গ প্রফুল্ল বদনে।
যিনি রতি রতি বাণ হানে দুই জনে॥
প্রেমের তরঙ্গে দোঁহে আতঙ্গ তুফানে।
পড়িয়া যুগলে বাহে যুগলের টানে॥
যৌবন তরণী একে তরুণ তরণী।
নবীনে অবলা বালা সুধাংশু বদনী॥
আনাড়ি অবোধ মন অবোধ কাণ্ডারী।
সাধ্য কি জমাতে পারে সে সাগরে পাড়ি॥
নাগর সাগর তাহে রসের সাগর।
আনন্দে আনন্দে পার হলো গুণাকর॥
কিশোরী আশোক ধজি করিয়া ধারণ।
উল্লাস আহ্লাদ বেগে করেন গমন॥
পিরীতি তুফানে ধনী হলো বানচাল।
কুমদ বাহিয়া যায় দিয়া ভক্তিপাল॥
ধরিয়া নাথের তরি সাধুর কুমারী।
সযতনে সে সাগরে জমালেন পাড়ি॥
এই রূপে কুমদে সাজায়ে ধনী নারী।
নিত্য নব রঙ্গ করে কিশোরী কুমারী॥
আনন্দ কৌতুকে অন্ত হইল রজনী।
আনন্দে কুক্কুট গণ করিতেছে ধনী॥
কুমদ বিদায় হয়ে চলিল বাসায়।
পূর্ব্বমত রজ্জু দিয়া কিশোরী নামায়॥
যতনে হেরিছে দোঁহে দোঁহার নয়নে।
রচিয়া পয়ার ছন্দে রাজকৃষ্ণ ভনে॥

কুমদ কিশোরীর মান।

ত্রিপদী।

এই রূপে দুই জনে, নিত্য নিশিতে গোপনে
রঙ্গরসে পোহায় রজনী।
রায় বলে বিনোদিনী, শুন গজেন্দ্র গামিনী,
সত্য বাণী কহ মোরে ধনী॥
আজি দিবসে শয়নে, দেখেছি আমি সপনে,
তোমার গৃহেতে অপরূপ।
জিনি পূর্ণ শশধর, এক পরম সুন্দর,
সে রূপের না দেখি সরূপ॥
লইয়া তাহারে সুখে, আছ বসিয়া কৌতুকে,
নিরানন্দে করে নিরাঞ্জন।
হেনকালে দ্বারে আসি, নিয়ত বাজায় বাঁশী,
সে রবেতে নাহি তব মন॥
আমি ভাবিলাম মনে, পুনঃ ফিরে যাব বনে,
নূতনে নূতন সমাদর।
নূতনেতে বলে যাহা, পুনঃ নাহি থাকে তাহা,
পুরাতন হলে অনাদর॥
পরে নিদ্রা হলো ভঙ্গ, সে অবধি হর্ষ ভঙ্গ,
মনেঃ মানি ধিৎকার।
যদি যায় এ জীবন, নারীরে না দিব মন,
রমণীর ষটতা ব্যবহার॥
অন্তরে গরল তার, অধরে সুধার ধার,
হাসিতে খপুর হরে মন।
মনোহরা মন চোরা, ব্যক্ত আছে দেখ ধরা,
সদা ঘটে অনিত্য ঘটন॥

শুনিয়া কিশোরী কয়, আগু মম বিশ্বময়,
নারী রহে পুরুষের মত।
পুরুষ সরল নহে, একথা সকলে কহে,
নারীরে মজায় অবিরত ॥
হইলে তার প্রেমাধীন, তনু ক্ষীণ দিন দিন,
তার দুঃখ না হয় বর্ণনা।
একি নাথ কভু হয়, কেমনে হলো প্রত্যয়,
করোনা দাসীরে প্রবঞ্চনা ॥
তা হলে ত্যজিব প্রাণ, জীবনে জীবন দান,
তোমা বিনা অন্য নাহি জানি।
তুমি মম গতি মতি, তুমি সর্ব্বস্ব সম্পত্তি,
শুন নাথ অধিনীর বাণী ॥
ত্যজ নাথ অভিমান, মানে রাখ মরি মান,
এ অধিনী আশ্রিত তোমার।
ধরি পায় হে রাজন, শোক কর সম্বরণ,
কিবা দোষ দেখিলে আমার ॥
হেরে তব অধোমুখ, বিদরিছে মম বুক,
প্রাণ যায় কথা কও নাথ।
অঙ্গ জ্বলে যায় খেদে, আর বাচি না বিচ্ছেদে,
কেন হান হৃদে বজ্রাঘাত ॥
নাহি গেল অভিমান, মানে রাখি নিজ মান,
অভিমানে মগ্ন হলো ধনী।
তেজে নিজ অভরণ, বসনে ঢাকি বদন,
অধোমুখে সুধাংশু-বদনী ॥
কুমদের গেল মান, হেরে তার অভিমান,
কিশোরীরে সাধে পায়ে ধরে।

ত্যজ ধনী অভিমান, না বুঝে করেছি মান,
সদা মম হৃদয় বিদরে ॥
হেরে বিরস-বদন, দহে প্রাণ সর্ব্বক্ষণ,
ক্ষম দোষ রাখ মম মান।
ধরিয়া ধরণী পায়, সাধে কত যুব রায়,
তবু নাহি গেল অভিমান॥
বাড়ে ক্রমে মনঃ দুঃখ, ঘুচাও মনের দুঃখ,
যায় ধনী জীবন আমার।
প্রবল মানতরঙ্গ, হেরিয়া দোঁহার রঙ্গ,
রাজকৃষ্ণ রচিল পয়ার॥

কুমুদের মানভঙ্গ।

কুমুদমোহন কয় শুন বিনোদিনী।
চলিলাম বাসে অস্ত হইল যামিনী॥
স্বদেশে করিব যাত্রা করেছি বাসনা।
মনে রেখ এ অধীনে সুধাংশুবদনা॥
প্রাণে যদি বেঁচে থাকি আসিব পশ্চাৎ।
নতুবা সাক্ষাতে এই আমার সাক্ষাৎ॥
উঠিয়া কুমুদ যান গবাক্ষের দ্বারে।
কিশোরী তরস্ত যায় ধরিবারে তারে॥
ধরিয়া যুগল করে বসান আদরে।
দিবনা দিবনা বঁধু যাইতে আন্তরে॥
কেমনে এমন কথা কহিলে হে নাথ।
যাইবে বাসেতে মোরে করিয়া অনাথ॥
ভাল তব দয়া ধর্ম্ম তুমি হে সুজন।
এবে জানিলাম হলো অরণ্যে রোদন॥

ভুজ পাশে বাঁধি ধনী করিছে চুম্বন।
গেল মন দুঃখ হলো বিচ্ছেদে মিলন।
আলিঙ্গন আলাপনে পলায় সন্তাপ।
যুড়াল তাপিত প্রাণ গেল মনস্তাপ॥
রাম বলে শুনি ধনী পলকে প্রলয়।
তোমারে না হেরে দেখি সব শূন্যময়॥
নিয়ত বাসনা রাখি নয়নে নয়নে।
তোমারে ত্যজে কি পারি যাইতে ভবনে॥
কিশোরী কহিছে নাথ জেনেছি যেমন।
কেন হে বাড়াও দুঃখ কর জ্বালাতন।
পুরুষ ভ্রমরা নহে এক ফুলে রত।
অভিনব ফুলে মন বাদে অবিরত॥
থাকিলে সদনে করে মহা সমাদর।
অন্তর হইলে ভাবে অন্তরে অন্তর॥
হেনকালে কুক্কুটেতে করিলেক ধনী।
দুই জনে জানিল অন্ত হইল রজনী॥
কুমদ কহিছে ধনী দেহগো বিদায়।
আসিব নিশিতে পুনঃ নাব হে বাসায়॥
ধনী বলে গুণনিধি দিবসে হেরিতে।
নিয়ত বাসনা মোর তোমারে রাখিতে॥
কি করি হে গুরুজনে সদাই ডরাই।
নতুবা সদত লয়ে জীবন যুড়াই॥
দিবসে চাহিয়া পথে থাকি সর্ব্বক্ষণ।
নিয়ত তোমারে নাথ করিছে স্মরণ।
সত্য কহিয়া ঘুচাও মনের আঁধার।
সত্য করে কহ মোরে নাথ তুমি কার॥

শুনিতে তোমার বাণী আছে হে বাসনা।
প্রতারণা অধিনীরে করো না করো না॥
কুমদ কহিছে ধনী তোমা সম আর।
ত্রিভুবনে কেহ নাহি হেরিছে আমার॥
তুমি মম ধন প্রাণ তুমি হে জীবন।
হেরিলে তোমারে হয় দুঃখ বিমোচন॥
তুমি তরু আমি লতা থাকি এক ঠাই।
তোমারে লইয়া সদা জীবন যুড়াই॥
অভিমান গেল দূরে বিচ্ছেদে মিলন।
পয়ার প্রবন্ধে রাজকৃষ্ণ ঘোষ কন॥

মণির কামিনীকে কিশোরীর পরিচয়।

মণি ভাবে মনে মনে দেখিব কেমনে।
সাধুর নারীরে আশ হেরিতে নয়নে॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া ধনী যায় কুতুহলে।
উপনীত হলো গিয়া অন্দর মহলে॥
দেখিল কামিনী ধনী রহেছে বসিয়া।
বিদ্যুত লতার সুতা সম স্থির হৈয়া॥
আপাদ পর্য্যন্ত ধনী করে নিরক্ষণ।
বলে হেন রূপ কভু না করি দর্শন॥
কামিনীরে মণি তবে নত করে শীর।
সবিশেষ বিবরণ কহে কিশোরীর॥
শুনিয়া কামিনী কয় কোথা তার বাস।
বিবরিয়া কহ মোরে করিয়া প্রকাশ॥
মণি বলে জননী গো করি নিবেদন।
তব বাসার দক্ষিণে তাহার ভবন॥

ইন্দ্রকান্ত নামে অতি শান্ত সদাগর।
ধনে মানে কুলে শীলে সর্ব্বাংশে সুন্দর॥
কিশোরী তাহার সুত সাধু সুপণ্ডিত।
বিহারের লাগি মনে সদত চিন্তিত॥
সুবর্ণের বাঁশী এক দিয়াছে সে ধনী।
প্রত্যহ নিশীতে যান করে তার ধনী॥
গবাক্ষের দ্বার হতে রজ্জু আরোহণে।
প্রবেশ করেন বাসে নিত্য সংগোপনে॥
প্রভাত হইলে পুনঃ আসেন এখানে।
দুজনের বাক্য মায়া দুই জনে জানে॥
মণি নাপিতিনী বাসে করিল গমন।
কামিনী কুমদে কয় বাঁশীর কারণ॥
কোথা পেলে গুণনিধি সুবর্ণের বাঁশী।
বিবরিয়া কহ শুনিবারে অভিলাষী॥
গোপনে লুকায়ে বাঁশী রাখিল কামিনী।
ক্রমে সুধাকর সুপ্রকাশ দিবা জিনি॥
মিষ্টান্ন সামগ্রী নানা করে জলযোগ।
কিশোরীর বাসে যেতে করেন উদ্যোগ॥
না পান খুঁজিয়ে বাঁশী কুমদমোহন।
বাঁশীর কারণে হন আকুল তখন॥
হায় বাঁশী কোথা বাঁশী কোথা বাঁশী পাই।
কেমনে তাহার বাসে বল আমি যাই॥
না পাইলে বাঁশী মম মরণ মঙ্গল।
সে বাঁশী বিহনে প্রাণ হতেছে চঞ্চল॥
বিমর্ষ দেখিয়া ধনী জানিল অন্তরে।
বিনয়ে জিজ্ঞাসে নাথে পরম আদরে॥

কি লাগিয়া হেরি নাথ বিরস বদন।
কার দুঃখে দেখি দুখি কহ বিবরণ॥
রায় বলে রসবতি মন নহে স্থির।
গত নিশি সপ্ন দেখে হয়েছি অস্থির॥
কামিনী কহিছে নাথ করেছি মনন।
মানসে ভবানী পদ করিব পূজন॥
নয় দিবা নয় নিশি করিব সাধনা।
দেখি কৃপা করে কিনা করালবদনা॥
নির্জ্জনে গৃহের মধ্যে থাকিব রাজন।
থাকিয়া একাকী আমি করিব পূজন॥
রায় ভাবে মনে মনে কিশোরীর রূপ।
বাঁশী না পাইয়া সদা ভাবে কত রূপ॥
হায় হায় প্রাণ যায় করি কি উপায়।
প্রমোদে প্রমাদ হেরে ভেবে প্রাণ যায়॥
কোথায় রহিল বল সে বিধুবদনী।
সুখের যামিনী হলো দুঃখের রজনী॥
ক্ষপাকর কুউদিত আমার ভাগ্যেতে।
তারা গণে হেরে অঙ্গ দহিছে খেদেতে॥
কবি রাজকৃষ্ণ কয় নৃপের কুমার।
তোমার বিচ্ছেদ ক্ষেদ বোঝা সাধ্য কার॥
কখন তস্কর হত কখন অঙ্গনা।
কখন বাজায়ে বাঁশী ভুলাও অঙ্গনা॥
মল্লিকে মালতী দোঁহে কহেন কামিনী।
রাখ রাখ মম বাণী আমার নন্দিনী॥
গোপনেতে সপ্ত তরি করগো সাজন।
যেন নাহি জানে যেন এসব রাজন॥

আজ্ঞা মাত্র দুই দাসী চলিল সত্বর ।
সপ্ত খানি তরি দেখি অতি মনোহর ।।
নিরূপণ করে দোহে করিল গমন ।
পরেতে কামিনী তরি করে আরোহণ ।।
দামামা লইল ধনী তরির ভিতরে ।
তিন জনে পুরুষের তিন রূপ ধরে ।।
মল্লিকে মালতী দোহে হল চোপদার ।
কি কব দেখিতে শোভা অতি চমৎকার ।।
কামিনী আপনি ধনী হলো সদাগর ।
ক্রমেতে উঠিল সবে তরির উপর ।।
নৌকাবাহি গণে কহে সুধাংশু বদনী ।
স্বরায় বাহিয়া চল সকলে তরণী ।।
পুনঃ নিশি অবসানে আসিবে এখানে ।
এ সকল বাক্য যেন কেহ নাহি জানে ।।
কামিনীর আদেশেতে খুলি সপ্ত তরি ।
চলিল কিঞ্চিৎ দূর কাশী পরিহরি ।।
প্রভাত যামিনী হলো বাহিছে তরণী ।
মহা শব্দে করিতেছে দামার ধ্বনি ।।
মণিকর্ণিকার ঘাটে তরি উপস্থিত ।
সপ্ত তরি দেখি সবে ভাবে চমকিত ।।
পরেতে পাঠান দূত সাধুর ভবনে ।
বিবাহের বিবরণ লিখিয়া যতনে ।।
লিপি লয়ে হর্ষ মনে মালতী চলিল ।
সবিশেষ সদাগরে সব নিবেদিল ।।
শুনে সাধু সদাগর আপন গৃহেতে ।
কামিনীরে লয়ে যায় করিয়া সঙ্গেতে ।।

দিলেক উত্তম স্থান করিয়া যতন।
পরেতে জিজ্ঞাসে সাধু সব বিবরণ॥
কামিনী কহিছে বাস কর্ণাট নগর।
সুখময় রায় নামে তথা সদাগর॥
ভুবনমোহন নাম তাহার তনয়।
যষ্ঠ মাহা হলো গত ত্যজিয়া আলয়॥
সফর করিতে যাই সিলট নগর।
তথা হতে আসিয়াছি তোমার গোচর॥
কিশোরী নামেতে আছে তোমার কুমারী।
পরমা রূপসী নাহি তুল্য তার নারী॥
বিভা করিবারে আসিয়াছি মহাশয়।
ত্বরিত বলগো মোরে যেবা যুক্তি হয়॥
সাগর কহে বাছা শান্ত কর মন।
তোমারে মম সুতারে করিব অর্পণ॥
হেরিয়া তোমার রূপ যুড়ায় হে প্রাণ।
সন্তান নাহিক মম তুমি ধ্যান জ্ঞান॥
কিশোরীরে দিয়া বাছা তোমারে পাইব।
নিয়ত নয়ন ভরে তোমারে হেরিব॥
নারীর চাতুরী হেরে ভাবিগো আকাশ।
কবি রাজকৃষ্ণ ঘোষ করিল প্রকাশ॥

কামিনীর কিশোরীর সহিত বিবাহ ও তরি আরোহণ

সদাগর রমণীরে হরিষ অন্তরে।
বিবাহের সবিশেষ কহেন আদরে॥
কর্ণাট নগরে বাস সাধুর নন্দন।
না দেখি সরূপ রূপে মদনমোহন॥

কিশোরীরে সেই চাহে বিবা করিবারে।
যেবা যুক্তি হয় বল জিজ্ঞাসি তোমারে ॥
জামাতার যোগ্য বটে বাসে মন দিতে।
প্রকাশিয়া কহ মোরে যেবা আছে চিতে ॥
নিবেদন করি নাথ বিনয় বচনে।
কন্যার বিবাহ দিতে শ্রেয় এইক্ষণে ॥
কি জানি দিনের গতি বলা নাহি যায়।
কখন অদৃষ্টে কার কি বিধি ঘটায় ॥
অতএব কহি আমি করিতে নির্ব্বাহ।
উচিত ত্বরায় নাথ দিতে হে বিবাহ ॥
রমণীর বাক্য শুনে সাধু সদাগর।
গুরুচার্য্য আনিবারে পাঠান কিঙ্কর ॥
আনায়ে আচার্য্য সাধু দিনা করে স্থির।
শুভ লগ্নে বিবাহ দিলেন কিশোরীর ॥
বিবাহের পরে যাহা আছে পূর্ব্বাপর।
ক্রমেতে নির্ব্বাহ করে সুখে সদাগর ॥
কামিনী কিশোরী দোহে হইল মিলন।
কুমদে কিশোরী ক্রমে হলো বিস্মরণ ॥
নিরন্ত কামিনী ধনী থাকে সাবধানে।
ভাবে হয় গুপ্ত কথা পাছে সাধু জানে ॥
ওখানেতে ইন্দ্রকান্ত জানে না সন্ধান।
মনের উল্লাসে করে নানা অর্থ দান ॥
জামতারে লয়ে সাধু আনন্দিত মনে।
ভোজন করান সুখে জ্ঞাতি বন্ধুগণে ॥
কামিনী বিনয়ে কয় সাধুর সদন।
অবধান মহাশয় করি নিবেদন ॥

চঞ্চল হয়েছে মন যাইতে আলয়।
চিত্রেতে নাহিক সুখ কষ্ট নাতিশয়॥
ছয় মাস হলো গত ত্যজিয়ে নিবাস।
সিলট সহরে করি সুখেতে প্রবাস॥
এখন বিলম্ব আর সহেনা সহেনা।
হর্ষ ভঙ্গ সদা মন প্রবোধ মানেনা॥
শুনি জামতার বাণী ইন্দ্রকান্ত রায়।
রজত কাঞ্চন কত দিল জামতায়॥
কিশোরীরে সঙ্গে দিল হরিষ অন্তরে।
আপনি আইল সাধু তরির উপরে॥
জামতারে সমাদরে তুষিয়ে বচনে।
কিঞ্চিৎ বিলম্বে জান আপন ভবনে॥
কামিনী মালতীরে কহেন ধীরে ধীরে।
এ কথা না কর ব্যক্ত কভু কিশোরীরে॥
কিঞ্চিৎ দুরেতে তরি রাখিবে যতনে।
বাসাতে যাইব পুনঃ দুজনে গোপনে॥
তরি হতে দুই জনে উঠিয়া সত্বরে।
ভাবিয়া চিন্তিয়া জান কুমদ গোচরে॥
নারীর চাতুরী হেরে ভেবে প্রাণে মরি।
রাজ কৃষ্ণ অন্তে কৃষ্ণ দিও পদতরি॥

কামিনীর কিশোরীর সহিত রহাস্য।

কুমদের বাঁশী লয়ে কিশোরীরে ধনী।
আনন্দে দেখান হাসি সুধাংশুবদনী॥
কাহার বাঁশরী এই দেখলো চাহিছা।
কি দোষে সে জনে ধনী দেখ না চাহিয়া॥

কেন হলো সে ভাবাবের অভাব এখন।
এক বারে সে মনেরে হলে পাসরণ॥
একি ভাব অসম্ভব সম্ভব না হয়।
মণি মাগী বল কোথা গেল এ সময়॥
কিশোরী পাইয়া ভয় ভাবে মনে মনে।
প্রাণনাথ এ সংবাদ জানিল কেমনে॥
কেমনে তাহার বাঁশী নিল কোন জন।
তবেত জেনেছি এর সব বিবরণ॥
হায় বিধি রাখ প্রাণ কর পরিত্রাণ।
কলঙ্ক-সাগরে মান রাখ ভগবান॥
কিশোরী কহিছে নাথ দিওনা জ্বালনা।
অকারণে কেন দাও সঘন যন্ত্রণা॥
বন্দির মতন সদা থাকিতাম বাসে।
কাঁপি সদা সশঙ্কিত জনকের ত্রাসে॥
কেমনে এমন কথা কহ গুণমণি।
সত্য মিথ্যা জানে সব চন্দ্র দীনমণি॥
কামিনী কহিছে ধনী আহা মরি মরি।
রাখিলে কাহারে সঙ্গে নিত্য বিভাবরি॥
কে যেত গবাক্ষের দ্বারে রজ্জু আরোহণে।
তাহারে ভুলিলে ধনী কিসেরি কারণে॥
তরি হৈতে নৃপসুতা উঠি সংগোপনে।
উপনীত হলো গিয়া কুমদ সদনে॥
পুরুষের বেশ সব লুকায়ে রাখিয়া।
কুমদেরে কন গিয়া বিনয় করিয়া॥
কোথায় কিশোরীনাথ কহ মহাশয়।
যার লাগি হয় তব বিদীর্ণ হৃদয়॥

কেমন আছে সে বল সুধাংশু-বদনী।
যারে না হেরিলে ভাব দিবস রজনী॥
সে এখন কোথা নাথ কহ সমাচার।
মণি মালী গেল বল কোথায় তোমার॥
নিত্য নিশীতে যেতেছে বাজায়ে বাঁশরী।
কোথায় এখন নাথ প্রাণের কিশোরী॥
রায় মনে মনে ভাবে জানিল কেমনে।
মণি মালী আগি বুঝি বলেছে গোপনে॥
কুমদ কহিছে ধনী জ্ঞান কত হল।
পরের কথায় মন করো না চঞ্চল॥
তোমা বই বিনোদিনী অন্যে নাহি জানি।
কহি শুন বিশেষিয়া এই সত্য বাণী॥
এবার নিতান্ত বাসে করিব গমন।
বৈরজ্ঞ না ধরে মন সদা উচাটন॥
সাধ্যা সতী পতিব্রতা কামিনী কুমারী।
রামকৃষ্ণ কহে তুল্য হেরি নাহি নারী॥

কুমদমোহনের আক্ষেপ ও তরি আরোহণ।

শুনিয়া বিবাহ কিশোরীর ভাবে রায়।
নেত্রে বহে সত ধারা ধরা নাহি যায়॥
হায় বিধি একি দায় ভাসালে পাথারে।
এ যেন চোরের ধন লয় বাটপারে॥
বহু ভাগ্যে পেয়ে তায় ছিলাম আনন্দে।
এখন কেমনে রব সদা নিরানন্দে।
সে আমার ধন প্রাণ গজেন্দ্র গামিনী।
না হেরিলে দহে প্রাণ দিবস যামিনী॥

তাহার সুখেতে সুখী থাকি সর্ব্বক্ষণ।
তার রূপ হলে মনে বিরস বদন॥
নিয়ত নয়নে হেরি শয়নে সপনে।
এখন তাহারে ভাবি হেরিব কেমনে॥
সে ধনী আমার হরে লয়ে মন প্রাণ।
এখন আন্তর ভাবে করিল প্রস্থান॥
হায় হায় প্রাণ যায় দুঃখ কব কায়।
আমার বোনার রূপ ব্যক্ত করা দায়॥
বিম্ব ওষ্ঠাধর তার হাসি তাল বাসি।
হেরিলে তাহার হাসি নাশে দুঃখ রাশী॥
যখন শিরেতে হস্ত দিয়ে থাকে ধনী।
সে শোভা দেখিতে শোভা বিদ্যুত বরণী॥
কামিনীরে কন রায় করিয়া যতন।
চল যাই রূপবতি আপন ভবন॥
এখানে থাকিতে আর নাহিক বাসনা।
বাসে গিয়া চল প্রিয় ঘুচাব যাতনা॥
কামিনীর সঙ্গে ভরি ছিল যে সাজন।
তাহাতে কুমদে লয়ে করিল গমন॥
ইঙ্গিতে কুমদে ধনী দেখায় কিশোরী।
বলে এরে চিন্তে পার দেখ রূপাকরি॥
ইহার কোথায় বাস কিবা নাম হয়।
বিবরিয়া প্রাণনাথ লহ পরিচয়॥
কটাক্ষ করিয়া গেল দুজনার দুঃখ।
উদয় বসন্ত হলো উথলিল সুখ॥
রায় বলে বিধুমুখি পাইলে কোথায়।
কেমন করিয়া এরে আনিলে হেথায়॥

তোমার অসাধ্য কিছু নাহি ত্রিভুবনে।
তোমার সমান নারী না দেখি নয়নে॥
কামিনী কহিছে নাথ করি নিবেদন।
মণির নিকটে শুনি তব বিবরণ॥
শিবানী সেবিব যবে বলিছে তোমায়।
সেই দিন গিয়াছিনু আমি হে তথায়॥
সদাগর হয়ে তবে আনিছে তরণী।
তাহার বৃত্তান্ত জান নাহি গুণমণি॥
অবিশ্রান্ত যাহে তরি নৌকা বাহিগণ।
বায়ুবেগে তীর সম করিছে গমন॥
তাহে হরি হরি ধনী করে অবিরত।
পশ্চাতে রাখিয়া যায় দেশ কত শত॥
দীনমণি গুণমণি আকুল অন্তরে।
আকুল হইয়া জান অস্ত গিরি পরে॥
নিশাকর সুখকর সয়ে সু উদিত।
কুমদ হেরিয়া হলো পুলকে পুর্ণিত॥
সেই নিশি সেই স্থানে রহিল সুখেতে।
প্রভাতে উঠিয়া বাহে নাবিক গণেতে॥
কেহ বলে হরি হরি কেহ বলে তারা।
কেহ বলে নিস্তারিণী তার ভব দ্বারা॥
অপার হরির লীলা বোঝা সাধ্য কার।
রাজকৃষ্ণ কহে পদ্য রচিয়া পয়ার॥

কুমদমোহনের সুরাট নগরে উপনীত।
বাহিতে লাগিল তরি নৌকাবাহি গণে।
সুবাতাসে যায় তরি পবন গমনে॥

বেড়াইয়া নানা দেশ বহু দিন পরে।
উপনীত হলো গিয়া সুরাষ্ট্র নগরে॥
কুমদমোহন রায় উঠিয়া সত্বর।
চলিলেন বাসে হয়ে হরিশ অন্তর॥
দেখেন আপন শোকে জনক জননী।
মন দুঃখে করে বাস দিবস রজনী॥
অবিশ্রান্ত শোকবারি বহিছে নয়নে।
কুমদে না হেরে অন্ধ হয়েছে দুজনে॥
অন্য কথা নাহি সদা কুমদমোহন।
সপনে কুমদ বলে করেন রোদন॥
দুজনের গেল দুঃখ হেরিয়া নন্দনে।
কামিনী কিশোরী দোঁহে আনিল যতনে॥
কুলবধু গণে সবে দেয় উলুধ্বনী।
পুলকিত হলো হেরে জনক জননী॥
দীন হীন দ্বিজগণে হরিশ অন্তরে।
রজত কাঞ্চন কত বিতরণ করে॥
কহেন কিঙ্কর গণে নৃপের তনয়।
তরণী হইতে দ্রব্য আনিতে আলয়॥
আদেশে কিঙ্কর গণে আনিল ত্বরায়।
নৌকাবাহিগণে দিল বহু ধন রায়॥
প্রণাম করিয়া সবে চলিল সত্বর।
তরণী খুলিয়া সবে হইল অন্তর॥
জ্ঞাতি বন্ধুগণে ধীর আনায়ে সকলে।
ভোজন করান সবে মহা কুতুহলে॥
মিষ্টান্ন সামিগ্র কত পায়েস পিষ্টক।
ভোজন করিছে কত ঘটক পাঠক॥